ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ৪৯
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৭

# মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ: পরিচিতি, ক্রমবিকাশ ও গুরুত্ব

# *Maqāsid al-Sharī'ah*: Essence, Evolution and Significance

MD. HABIBUR RAHMAN*

**ABSTRACT**

*Maqāsid al-Sharī'ah refers to the collective dignified objectives that have been achieved by the rulings of the Sharī'ah. This paper endeavors to make a preliminary study on Maqāsid al-Sharī'ah. By using analytical and descriptive methods the paper demonstrates the definition, essence, evolution and significance of Maqāsid al-Sharī'ah. Maqāsid al-SharīÔah is considered an integral part of Sharī'ah (Islamic law). The comprehension of the provisions of Islamic law is subject to the realization of Maqāsid al-Sharī'ah. Maqāsid al-Sharī'ah have been discussed in the holy Qura'n, Sunnah, the pronouncements of the Companions, as well as in the scripts of earlier Muslim scholars. Imam al-Juwaynī [419-478 AH], al-Ghazālī [450-505 AH], al-Shātibī [D 790 AH], 'Izz ibn 'Abd al-Salām [D 660 AH], etc. are some noteworthy scholars who inaugurated the discussion of Maqāsid al-Sharī'ah. Al-Muwāfaqāt of al-Shātibī is considered the first book written on Maqāsid al-Sharī'ah in particular. The prominent Muslim scholar Ibn Taymiyyah and his disciple Ibn Qayyim detailed further the principles of Maqāsid al-Sharī'ah. The knowledge of Maqāsid al-Sharī'ah is very instrumental in getting the shar'ī (legal) solutions for the issues happen newly in the course of time. The command of Maqāsid al-Sharī'ah is indispensable for mujtahid, muftī as well as for the researchers and learners of Islamic law.*

**Keywords**: islamic law; *maqāsid al-Sharī'ah; maslahah*; well-being achieving; hardship alleviation.

* Dr. Md. Habibur Rahman is an Assistant Professor, Shari'ah and Islamic Banking, International University of Agadir, Morocco, email: hrnizamee@yahoo.com



**সারসংক্ষেপ**

*ইসলামী আইনের যাবতীয় বিধি-বিধানের মাধ্যমে যে সকল মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে তাই হচ্ছে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ। মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র প্রাথমিক বিশ্লেষণ নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে। বিশ্লেষণ ও বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে রচিত বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র পরিচিতি, ক্রমবিকাশ এবং গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী আইন সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ। মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র জ্ঞানের ওপর ইসলামী আইনের বোধগম্যতা, প্রজ্ঞা, চিন্তার গভীরতা এবং গবেষণার ব্যাপ্তি ইত্যাদি নির্ভর করে থাকে। কুরআন-হাদীসে, সাহাবীগণের বক্তব্যে এবং পরবর্তীতে পূর্বসূরী মুসলিম স্কলারদের লিখনীতে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র আলোচনা পাওয়া যায়। মুসলিম স্কলারদের মধ্যে যারা সর্বপ্রথম মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ নিয়ে কথা বলেছেন তাদের মধ্যে আল-জুওয়াইনী [৪১৯-৪৭৮ হি.], আল-গাযালী [৪৫০-৫০৫ হি.], আশ-শাতিবী [মৃ. ৭৯০ হি.], আল-ইয্য ইবনে আবদুস সালাম [মৃ. ৬৬০ খি.] রহ. প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ইমাম আশ-শাতিবীর 'আল-মুওয়াফাক্বাত' শীর্ষক রচনা মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র ওপর সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত ও সুপরিচিত। যুগশ্রেষ্ঠ মুসলিম স্কলার ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এবং তার সুযোগ্য শিষ্য ইবনুল কাইয়িম রহ. মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র আলোচনা ও বিশ্লেষণকে আরো প্রশস্ত ও বেগবান করেছেন। সময়ের আবর্তনে সংঘটিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র জ্ঞান ও উপলব্ধি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মুজতাহিদ এবং মুফতী থেকে শুরু করে ইসলামী আইনের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকসহ সকলের জন্য মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র জ্ঞান অতীব গুরুত্বপূর্ণ।*

**মূলশব্দ**: ইসলামী আইন; মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ; মাসলাহাহ; জনকল্যাণ সাধন; অকল্যাণ দূরীকরণ।

## ভূমিকা

মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ হচ্ছে ইসলামী আইন সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সাধারণ অর্থে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ বলতে ইসলামী শারীয়াহ'র সকল বিধি-বিধানের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মাহাত্ম্য, তাৎপর্য ইত্যাদিকে বুঝানো হয়ে থাকে। যে মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছেন তাই হচ্ছে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ। মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র মূলকথা হচ্ছে শারীয়াহ'র যাবতীয় বিধি-বিধানের মাধ্যমে মানুষের জীবন, ধর্ম-বিশ্বাস, বিবেক-বুদ্ধি, সহায়-সম্পত্তি এবং মানব বংশের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে সর্বজনীনকল্যাণ নিশ্চিত করা। মানব জীবনে যাবতীয় কল্যাণ প্রতিষ্ঠা ও জনজীবন থেকে সকল অকল্যাণ প্রতিহত করার মধ্যেই মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র মূল বক্তব্য নিহিত রয়েছে।

ইসলামী আইনের অপরাপর সকল বিষয়ের ন্যায় মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহও এক সাথে এবং এক ধাপে স্বতন্ত্র একটি বিষয় হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করেনি। বিভিন্ন ধাপ ও স্তর পরিক্রমায় মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ এখন একটি স্বতন্ত্র, সুবিন্যস্ত, গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ শাস্ত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ইতঃপূর্বে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ

একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ না করলেও কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন মূলনীতিতে, সাহাবীগণের বক্তব্যে, প্রাচীন স্কলারদের প্রণীত গ্রন্থাবলিতে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র আলোচনা স্থান পেয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র পরিচিতি, ক্রমবিকাশ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**মাক্বাসিদ এর পরিচিতি**

**আভিধানিক অর্থ:** মাক্বাসিদ শব্দটি বহুবচন, এর একবচন 'মাক্বসাদ' অথবা 'মাক্বসিদ' দু'ভাবেই পড়া যায়। মূল শব্দ 'ক্বাসদ', যার অর্থ: তালাশ করা, দৃঢ় সংকল্প করা, অভিমুখী হওয়া, অটল থাকা, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা, ইত্যাদি (Al-Fayyūmī, 1922, 2/692; al-Zanjānī, N.D., 1/235; al-Wasīt, 2/738)। 'মাক্বাসিদ'-এর ব্যবহারিক অর্থের সাথে উপর্যুক্ত সকল অর্থের সংশ্লিষ্টতা ও সামঞ্জস্য রয়েছে। সুতরাং আভিধানিকভাবে 'মাক্বাসিদ'-এর অর্থ ব্যাখ্যা করলে এরূপ বলা যাবে, কোন কিছু অনুসন্ধান করত উক্ত বিষয়ের দিকে অভিমুখী হওয়া, তার ওপর নির্ভর করা, অটল থাকা এবং সর্বোপরি তা অর্জনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। উপর্যুক্ত সকল অর্থই এখানে প্রযোজ্য, কারণ ইসলামী শারীয়াহ'র লক্ষ্য হচ্ছে একান্তই মানব কল্যাণ অর্জন, এ পথে ধাবিত হওয়া, এর ওপর নির্ভরশীল হওয়া, অটল থাকা, এবং সর্বোপরি তা অর্জনের লক্ষ্যে বিধি-বিধান প্রণয়নে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা (Habīb 2006, 15)। 'ক্বাসদ' শব্দ ব্যবহারপূর্বক কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ﴾

> আল্লাহ তাআলার ওপরই (নির্ভর করে মানুষদের) সরল পথ নির্দেশ করা, (বিশেষ করে) যেখানে অন্য পথের মধ্যে কিছু বক্র পথও রয়েছে (Al-Qur'ān,16:9)।

মাক্বাসিদ অর্থ হচ্ছে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। শারীয়াহ'র বিধান প্রণয়নের সর্বক্ষেত্রে সার্বিক ও মৌলিকভাবে যে সকল অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে তাই হচ্ছে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ (Objectives of Shari'ah, Goals of Shari'ah) (Sānū 2000, 431)।

মাক্বাসিদ ছাড়াও কতিপয় শব্দ রয়েছে যেগুলো মাক্বাসিদের ভাব ও অর্থের প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন: প্রজ্ঞা (حِكَم), অন্তর্নিহিত কারণ (علل), অভ্যন্তরীণ তাৎপর্য (معاني), জনস্বার্থ বা কল্যাণ (مَصَالِح) ইত্যাদি। প্রথম দিকের স্কলারগণ যারা মাক্বাসিদ নিয়ে কথা বলেছেন, বিশেষ করে ইমাম আশ্-শাতিবীর [মৃ. ৭৯০ হি.] পূর্বে, তারা এ সকল শব্দের মাধ্যমে মূলত মাক্বাসিদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যেমন ইমাম জুওয়াইনী [৪১৯-৪৭৮ হি.] 'আল-বুরহান' গ্রন্থে, ইমাম আল-গাযালী [৪৫০-৫০৫ হি.] 'আল-মুছতাসফা' গ্রন্থে এবং আল-ইয্য ইবনে আবদুস সালাম [৫৭৭-৬৬০ হি.]



'কাওয়ায়িদুল আহকাম' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন (Al-Juwaynī, N.D., 2/526; al-Ghazālī, 1/310; Ibn 'Abd al-Salām, 2000, 1/5-13)।

**পারিভাষিক অর্থ:** গোড়ার দিকে যারা মাক্বাসিদ-এর বিষয়ে আলোচনা করেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন, পারিভাষিক অর্থ বলতে যা বুঝানো হয়ে থাকে সে অর্থে তারা মাক্বাসিদকে সংজ্ঞায়িত করেননি। বৃহৎ পরিসরে তারা মাক্বাসিদের পরিচয় তুলে ধরেছেন এবং সার্বিকভাবে মাক্বাসিদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কখনো কখনো অন্যান্য বিষয় যেমন উসূল, ইলাল, মাসালিহ ইত্যাদির আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে মাক্বাসিদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাদের অনেকেই মাক্বাসিদ নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করলেও নীতি-নির্ধারণী শব্দ বা বাক্য দিয়ে মাক্বাসিদকে বিশেষভাবে সংজ্ঞায়িত করেননি। এ প্রসঙ্গে নু'মান জাগীম বলেন:

> প্রাচীন স্কলারগণ নীতি-নির্ধারণী বিশেষ শব্দ বা বাক্য দিয়ে পারিভাষিকভাবে মাক্বাসিদকে সংজ্ঞায়িত করেননি। ইমাম আশ-শাতিবী যদিও মাক্বাসিদের ওপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, ব্যাপকভাবে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, তবুও তিনি সুনির্ধারিতভাবে মাক্বাসিদের পারিভাষিক কোন সংজ্ঞা প্রদান করেননি। হয়তোবা এক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন সীমা বা পরিধি নির্ধারণের মাধ্যমে মাক্বাসিদের ব্যাপক পরিসরকে সীমাবদ্ধ করতে পছন্দ করেননি (Jaghīm, N.D., 25)।

ইমাম সাইফুদ্দীন 'আলী আল-আমিদী [৫৫১-৬৩১ হি.] রহ. মাক্বাসিদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন:

> المقصود من شرع الحكم: إما جلب مصلحة أو دفع مضرة أو مجموع الأمرين.
>
> শারীয়াহ'র বিধি-বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন কল্যাণ অর্জন অথবা অকল্যাণ অপসারণ অথবা দু'টোই (Al-Āmidī, 2003, 3/339)।

ইমাম আল-ইয্য ইবনে আবদুস সালাম [মৃ. ৬৬০ হি.] রহ. বলেন:

> فمن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان أن هذه المصلحة لايجوز إهمالها أو أن هذه المفسدة لايجوز قربانها وإن لم يكن فيها نص ولا إجماع ولا قياس خاص.
>
> যে কেউ জনকল্যাণ সাধন কিংবা অকল্যাণ দূরীকরণ সংক্রান্ত শারীয়াহ'র উদ্দেশ্যাবলি অনুসন্ধান করে, সে এ দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হবে যে, এ সকল কল্যাণ অবহেলা করার কিংবা এ সকল অকল্যাণকে নিকটে আসতে দেয়ার কোন অবকাশ নেই, যদিও সেক্ষেত্রে শারীয়াহ'র সুস্পষ্ট কোন নাস্ (দলিল), মুসলিম স্কলারগণের ঐকমত্য (ইজমা), বিশেষ ক্বিয়াস ইত্যাদি পাওয়া যায় না (Ibn 'Abd al-Salām, 2000, 2/314)।

মাক্বাসিদের পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ [৬৬১-৭২৮ হি.] বলেন:

الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته سبحانه وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة التي تدل على حكمته البالغة.

যাবতীয় মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ তাআলা বান্দাহর কল্যাণের জন্য তাঁর আদেশ-নিষেধের মধ্যে অন্তর্নিহিত রেখেছেন এবং যাতে তাঁর পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ফুটে উঠে (Ibn Taymiyyah, 1398H, 3/19)।

এমনিভাবে ইমাম আশ-শাতিবীও [মৃ. ৭৯০ হি.] মাক্বাসিদের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না দিয়ে এর সার্বিক পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন:

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لاتعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية، والثاني: أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون تحسينية.

সৃষ্টির জন্য শারীয়াহ'র মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণের নিমিত্তেই এর যাবতীয় বিধি-বিধান প্রণীত। সার্বিকভাবে এ ধরনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তিন প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ: প্রথম: অত্যাবশ্যকীয়, দ্বিতীয়ত: প্রয়োজনীয় এবং তৃতীয়ত: সৌন্দর্যবর্ধক, যা প্রয়োজনের অতিরিক্তি (Al-Shātibī, 1997, 2/17)।

অন্যত্র তিনি বলেন:

الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية.

যাবতীয় বিধি-বিধানের মাধ্যমে শারীয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব এবং অপার্থিব যাবতীয় কল্যাণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা (Al-Shātibī, 2:62)।

ভারতবর্ষের প্রখ্যাত স্কলার ও মুজাদ্দিদ শাহ ওয়ালী উল্লাহ আল-দেহলভী [মৃ. ১১৭৬ হি.] ইলমুল মাক্বাসিদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন:

علم المقاصد هو علم أسرار الدين، الباحث عن حِكَم الأحكام ولمياتها، وأسرار خواص الأعمال ونكاتها.

মাক্বাসিদের জ্ঞান হচ্ছে দীনের যাবতীয় রহস্য অবগত হওয়া, শারীয়াহ'র বিধি-বিধানের অন্তর্নিহিত হিকমাত, তাৎপর্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করা এবং বিশেষ কাজকর্মের (ইবাদাত) নিগূঢ় ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা (Al-Dihlawī, 2004, 1:9)।

ইবনু 'আশূর [১২৯৬-১৩৯৩ হি.] মাক্বাসিদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন:

مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لاتختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة.



বিধি-বিধান প্রণয়নের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলি হচ্ছে: সে সকল অন্তর্নিহিত মর্ম ও তাৎপর্য, যা ইসলামী শারীয়াহ'র সুনির্দিষ্ট কোন এক ধরনের বিধানের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না; বরং সকল কিংবা অধিকাংশ বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়ে আসছে (Ibn 'Āshūr, N.D., 51)।

প্রখ্যাত ইসলামী স্কলার আল্লাল আল-ফাসী [১৩২৮-১৩৯৪ হি.] মাক্বাসিদের সংজ্ঞা দিয়েছেন:

هي الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.

ইসলামী শারীয়াহ'র প্রতিটি বিধানে শারীয়াহ প্রণেতা যে উদ্দেশ্য ও রহস্য অন্তর্নিহিত রেখেছেন তাই হচ্ছে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ (Al-Fāsī, 1993, 7)।

উপরোল্লিখিত ইবনু 'আশূর ও আল্লাল আল-ফাসীর সংজ্ঞাদ্বয়কে একত্রিত করে ওয়াহ্বাহ আল-যুহাইলী [১৯৩২-২০১৫ খ্রি.] মাক্বাসিদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন:

هي المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.

মাক্বাসিদ হচ্ছে যাবতীয় অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য, যা শারীয়াহ'র সকল কিংবা অধিকাংশ বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখা হয়েছে; অথবা সেসব উদ্দেশ্য ও অন্তর্নিহিত রহস্য, যা শারীয়াহপ্রণেতা শারী'য়াতের প্রতিটি বিধান প্রণয়নের সময় বিবেচনায় রেখেছেন (Al-Zuhaylī, N.D., 2/1017)।

আহমদ রাইসুনী [জ. ১৯৫৩ খ্রি.] মাক্বাসিদের পরিচয় দিয়েছেন:

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد.

মানব কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে যে সকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শারীয়াহ'র বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে তাই হচ্ছে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ (Al-Raysūnī, N.D., 7)।

আবার কেউ এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

هي المصالح العاجلة والآجلة للعباد التي أرادها الله عز وجل من دخولهم في الإسلام وأخذهم بشريعته.

মাক্বাসিদ হচ্ছে মূলত জাগতিক ও পরকালীন কল্যাণসমূহ, যা আল্লাহ তাআলা ইসলাম গ্রহণ ও তাঁর শারীয়াহ অনুসরণ করার কারণে বান্দাহ'র জন্য নির্ধারণ করেছেন (Habīb, 2006, 18)।

**শারীয়াহ'র পরিচিতি**

**আভিধানিক অর্থ:** শাব্দিক অর্থে শারীয়াহ শব্দের দ্বারা এমন সহজ, সরল ও মসৃণ পথকে বুঝানো হয়, যার মাধ্যমে পানি প্রবাহিত হয়। আবার কখনো আরবরা এ শব্দকে পানির উৎস বুঝানোর জন্যও ব্যবহার করে থাকে, যেখানে মানুষ নিয়মিত আসা-যাওয়া করে এবং পানি পান করে পরিতৃপ্তি লাভ করে থাকে। সাধারণত আরবরা ঐ স্থানকেই শারীয়াত বলে থাকে, যেখানে পানির প্রবাহ বহমান থাকে এবং বারংবার পান করার পরও নিঃশেষ হয় না (Ibn Manjūr, 8/174)।

**পারিভাষিক অর্থ:** পারিভাষিক অর্থে শারীয়াহ বলতে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত যাবতীয় ব্যবহারিক বিধি-বিধানের সমষ্টিকে বুঝানো হয়ে থাকে, যা পালন করা মানুষের ওপর আবশ্যিক করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾

আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শারীয়াহ ও সুস্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি (Al-Qur'ān, 5:48)।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ ﴾

এরপর আমি আপনাকে রেখেছি এক বিশেষ শরীয়াত তথা জীবন বিধানের ওপর (Al-Qur'ūn, 45:18)।

প্রখ্যাত তাবিয়ী ক্বাতাদাহ র. (৬১-১১৮ হি.) বলেন:

تطلق الشريعة على الأمر والنهي، والحدود والفرائض لأنها طريق إلى الحق

শারীয়াহ বলতে আল্লাহর পক্ষ থেকে যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, সীমারেখা ও আবশ্যকীয় কাজ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়; কারণ এগুলো সত্য ও সঠিক পথে চলার প্রতি ধাবিত করে (Al-Tabarī, 1329H, 25/88; al-Rāzī, 1400H 7/332)।

ইবনুল আছীর [৫৫৫-৬৩০ হি.] তাঁর আন-নিহায়া গ্রন্থে বলেন:

الشريعة ما سنه الله لعباده من الدين وافترضه عليهم

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহদের জন্য যে জীবনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন এবং যেসব বিধি-বিধান তাদের ওপর ফরয করেছেন, তা-ই হচ্ছে শারীয়াহ (Ibn al-Athīr, N.D., 2/231)।

সুতরাং এ অর্থে শারীয়াহ দীনের সমার্থবোধক। আল্লাহর পক্ষ থেকে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন নবী ও রাসূল যে বিধি-বিধানসহ আগমন করেছেন তাই হচ্ছে দীন, যা মানুষকে সঠিক ধর্ম-বিশ্বাস, উত্তম চরিত্র ও ভাল আচার-আচরণের প্রতি দিকনির্দেশ করে থাকে। দীন এ অর্থে বিশ্বাস এবং ব্যবহারিক সংশ্লিষ্ট উভয় বিধি-বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে; কিন্তু ফকীহদের পরিভাষায় শারীয়াহ বলতে শুধুমাত্র ব্যবহারিক বিধি-বিধানকে বুঝানো হয়ে থাকে।

সুতরাং শারীয়াহ'র শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের মাঝে সম্পৃক্ততা খুবই সুস্পষ্ট। আভিধানিক অর্থে শারীয়াহ পানির উৎস কিংবা এমন পথ বুঝানো হয়ে থাকে, যা মানুষকে পানির নিকট নিয়ে যায়, যার ফলে মানুষ জীবনী শক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। তেমনিভাবে পারিভাষিক অর্থে শারীয়াহ বলতে এমন সকল ব্যবহারিক বিধি-বিধানকে বুঝানো হয়, যা মানুষকে স্থায়ী জীবনের পথনির্দেশ করে এবং যা পালন করার মাধ্যমে মানুষ সে জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করতে সক্ষম হয় (Al-'Ālim, 1994, 22)।



এখানে উল্লেখ্য যে, যুগ পরিক্রমায় আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সকল নবী-রাসূল এসেছেন, স্বীয় জাতির প্রতি তাদের সকলের বার্তা ছিল মৌলিকভাবে এক ও অভিন্ন। সকল নবী-রাসূল তাওহীদ, নামায, রোযা, যাকাত, হাজ্জ, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, সততা, বিশ্বস্ততা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, কুফ্‌রী না করা, হত্যা, খুন, রাহাজানি, যিনা-ব্যভিচার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা, মানুষ ও সৃষ্টিকুলকে কষ্ট না দেয়া ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি স্বীয় জাতিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। মানবকল্যাণ নিশ্চিত করে এমন বিষয় ও কাজের প্রতি তাদেরকে নির্দেশ ও উৎসাহ দিয়েছেন। মূলত যে মানবকল্যাণকে সামনে রেখে নবী-রাসূলগণ তাঁদের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন তা দু'প্রকার: এক: স্থায়ী ও সুনির্দিষ্ট মানবকল্যাণ, স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে যার কোন পরিবর্তন হয় না, যেমন: ঈমান, সালাত, যাকাত, আদল-ইনসাফ, সততা ও বিশ্বস্ততা ইত্যাদি। দুই: সাময়িক মানবকল্যাণ, যা সময়, স্থান ইত্যাদির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে নবী-রাসূলগণ তাদের জাতিকে সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মানবকল্যাণ অর্জনের দিকে আহ্বান করেছেন এবং সে অনুযায়ী তাদের করণীয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং মৌলিকভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত জীবন বিধান এক ও অভিন্ন এবং পার্থক্য শুধু ব্যবহারিক বিধান, কার্যপদ্ধতি, বাস্তব প্রয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে (Al-Dihlawī, 2004, 1/85)।

ইবনুল কাইয়িম [৬৯১-৭৫১ হি.] বলেন:

الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة مركوز حسنها في العقول ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة.

সকল শারীয়াহ যদিও বাহ্যিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পরস্পর ভিন্ন মনে হয়; কিন্তু মূলভিত্তি এবং মৌলিক নীতিমালার দিক থেকে অভিন্ন এবং বিবেকের কাছে পছন্দনীয় ও উত্তম বলে বিবেচিত। যদি প্রকৃত অবস্থা তা-ই না হতো, তাহলে এ শারীয়াহ প্রজ্ঞা, মানবকল্যাণ, রহমত ও বরকত ইত্যাদির গণ্ডি থেকে বের হয়ে যেতো (Ibn Qayyim, 2/2)।

সারণি ০১: এক নজরে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র পরিচিতি

| | |
|---|---|
| **নাম** | - ইলমুল মাক্বাসিদ<br>- ইলমু মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ |
| **সংজ্ঞা** | ঐ সকল মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, যা বাস্তবায়নের নিমিত্তে ইসলামী আইনের যাবতীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। |
| **আলোচ্য বিষয়** | শারীয়াহ'র বিধি-বিধানের সাথে মাসালিহ তথা জনকল্যাণ সাধন এবং মাফাসিদ তথা অকল্যাণ দূরীভূতকরণের সম্পৃক্ততা। |
| **মাক্বাসিদের জ্ঞান অর্জনের ফলাফল** | - ইসলামী শারীয়াহ'র নুসূস তথা কুরআন-হাদীসের বক্তব্যসমূহের মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন;<br>- বাহ্যিকভাবে বিরোধপূর্ণ দলিল-প্রমাণের ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান এবং |

| | |
|---|---|
| | অগ্রাধিকার প্রদানের যোগ্যতা অর্জন;<br>- যথাযথভাবে ফতোয়া দিতে সক্ষমতা অর্জন;<br>- শারীয়াহ'র বিধি-বিধানের অন্তর্নিহিত হিকমাত ও তাৎপর্য উদঘাটন করার যোগ্যতা অর্জন;<br>- শারীয়াহ'র মৌলিক ও সার্বিক মূলনীতির সংরক্ষণ। |
| **সম্পৃক্ততা** | মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়। |
| **গুরুত্ব** | ইসলামী শারীয়াহ'র সাথে সম্পৃক্ততার কারণে এর গুরুত্ব অত্যধিক। শারীয়াহ'র গভীর জ্ঞান ও ভারসাম্যপূর্ণ বোধ অর্জনের নিমিত্তে মাক্বাসিদের জ্ঞান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। |
| **সূচনাকারী** | সাধারণত ইমাম আশ-শাতিবী এবং পরবর্তীতে ইবনু 'আশূর মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'কে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে সূচনা করেন। |
| **উৎস** | কুরআন, সুন্নাহ, শারীয়াহ'র বিধি-বিধানের সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ (ইসতিক্বরা) এবং মুসলিম স্কলারদের গবেষণাপ্রসূত মতামত (ইজতিহাদ)। |
| **শররী বিধান** | - মুসলিম উম্মাহর ওপর ফরযে কিফায়া;<br>- মুজতাহিদের জন্য ফরযে আইন;<br>- মুকাল্লিদের জন্য মুসতাহাব। |
| **সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ** | মাক্বাসিদের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, তাৎপর্য, প্রকারভেদ, উৎস, মূলনীতি, উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নের পদ্ধতি, শারীয়াহ'র যাবতীয় দলিল-প্রমাণের সাথে এর সম্পৃক্ততা ইত্যাদি। |

সূত্র : (Sabrī 2015, 5)

## মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিভাষাসমূহ

এমন কিছু পরিভাষা রয়েছে, যা কোন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিম্নে সেগুলোর আলোচনা করা হলো:

### ১ মাক্বসাদ এবং গায়াহ

গায়াহ (الغاية) শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সর্বোচ্চ স্থান, চূড়ান্ত সীমা ইত্যাদি। পরিভাষায় কোন বিধানের ক্ষেত্রে শারীয়াহ প্রণেতার চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে গায়াহ বলা হয়ে থাকে। এ অর্থে গায়াহ শব্দের মধ্যে মাক্বসাদ এর অর্থও রয়েছে। তবে গায়াহ শব্দের মাধ্যমে আংশিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝানো হয়ে থাকে আর মাক্বসাদ-এর মাধ্যমে ব্যাপক ও সর্বজনীন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝানো হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে, ইবাদাতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য (غاية العبادات), লেন-দেনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ( غاية المعاملات) ইত্যাদি। কিন্তু এক্ষেত্রে সচরাচর শারীয়াহ'র লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে (الغاية) গায়াহ শব্দটি ব্যবহার করা হয় না (Al-Mazrū'ī, 4)। তাই ইবাদাত ও মুআমালাত তথা লেনদেনকে নির্দিষ্ট করে গায়াহ শব্দটি ব্যবহারপূর্বক ইমাম আল-গাযালী বলেন:

> غاية العبادات و ثمرة المعاملات: أن يموت الإنسان محبا لله عارفا بالله
> ইবাদাতের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং লেন-দেনের ফলাফল হচ্ছে, আল্লাহকে সত্যিকারভাবে জেনে-বুঝে এবং তাঁর প্রতি অনুরক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা (Al-Ghazālī, 2/310)। তাই শুধুমাত্র আংশিক কিংবা বিশেষ কোন ক্ষেত্রের মাক্বাসিদ বুঝানোর ক্ষেত্রে গায়াহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।



### ২ মাক্বসাদ এবং হিকমাহ

ফিক্হ এবং উসূলে ফিক্হ'র পরিভাষায় হিকমাহ (الحكمة) শব্দের মাধ্যমে শারীয়াহ'র কোন বিধানের পরিণতি বা ফলাফল বুঝায়, যা হয়ত কোন কল্যাণ বয়ে আনে কিংবা অকল্যাণকে প্রতিহত কিংবা অপসারণ করে থাকে। আবার কখনো হিকমাহ দ্বারা আংশিক কোন মাক্বসাদ বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়ে থাকে, অস্তিত্ববিহীন বস্তুর লেনদেন (بيع المعدوم) হারাম হওয়ার হিকমাত হচ্ছে, লেনদেন থেকে যাবতীয় অজ্ঞতামূলক উপাদান (جهالة) দূরীভূত করা, যা হয়ত সর্বশেষে ঝগড়া-ফাসাদের দিকে ধাবিত করে (Al-Mazrū'ī, 4)।

ইমাম আল-আমিদী বলেন:

> الحكمة اللازمة لضابطها إما أن تكون ناشئة عنه، وإما أن لا تكون ناشئة عنه. والتي لا تكون ناشئة عنه، إما أن تكون للوصف دلالة على الحاجة إليها، أو لا تكون كذلك. فالأول: كشرع الرخصة في السفر لدفع المشقة الناشئة من السفر...
>
> হিকমাহ হচ্ছে কোন বিধানের অপরিহার্য অনুষঙ্গ, যার উদ্ভব সংশ্লিষ্ট বিষয় বা পরিস্থিতি থেকে হতে পারে কিংবা নাও হতে পারে। যদি সংশ্লিষ্ট বিষয় বা পরিস্থিতি থেকে তার উদ্ভব না হয়, তাহলে হয়তা তা উক্ত বিষয় বা পরিস্থিতির আবশ্যকীয় কোন অবস্থা বা গুণাগুণ হতে পারে, আবার তা নাও হতে পারে। যেমন: ভ্রমণরত অবস্থায় নামায সংক্ষিপ্ত করা এবং রোযা না রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে কষ্ট লাঘব করার জন্য, যার উদ্ভব মূলত ভ্রমণ থেকেই হয়েছে (Al-Āmidī, 2003, 2/286)।

সুতরাং মাক্বসাদ ও হিকমাহ'র মধ্যে ব্যাপকতা ও নির্দিষ্টকরণের (عموم وخصوص) সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিটি হিকমাহ মাক্বসাদ; কিন্তু প্রতিটি মাক্বসাদ হিকমাহ হিসেবে বিবেচিত নয়; কারণ কখনো হিকমাহ সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট গুণ কিংবা বিষয়টি অস্পষ্ট থাকে। উপরন্তু, মাক্বাসিদ এর ধারণা বা পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক, যা হিকমাহ'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

### ৩ মাক্বসাদ এবং ইল্লাহ

উসূলে ফিক্হ'র পরিভাষায় ইল্লাহ'র সংজ্ঞা হচ্ছে:

> العلة هو وصف شرع الحكم عنده لحصول الحكمة، من جلب مصلحة أى ما يكون لذة أو وسيلة إليها أو تكميلها أو دفع مفسدة، أى ما يكون ألما أو وسيلة إليه، أو تقليلها سواء كان نفسيا أو بدنيا دنيويا أو أخرويا.

'ইল্লাহ' এমন একটি (কার্যকারণ নির্দেশক) বিষয়, যা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট হিকমাহ অর্জনের উদ্দেশ্যে শারীয়াহ'র বিধান প্রণীত হয় অর্থাৎ যার মাধ্যমে কোন কল্যাণ অর্জন কিংবা অকল্যাণ দূরীভূত হয়। উক্ত কল্যাণ হয়তবা আনন্দদায়ক কোন বিষয় কিংবা তার কোন উপলক্ষ কিংবা তার পরিপূর্ণতা দানকারী হতে পারে। আবার অকল্যাণ হয়তবা বেদনাদায়ক কোন বিষয় কিংবা তার কোন উপলক্ষ কিংবা তার লাঘবকারী কোন বিষয় হতে পারে। উপরন্তু, উক্ত কল্যাণ এবং অকল্যাণ হয়তবা মানসিক অথবা শারীরিক কিংবা পার্থিব অথবা অপার্থিব হতে পারে (Al-Hājj, N.D., 3/141)।

'ইল্লাহ' কারণ-উপলক্ষ এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। অপরদিকে মাক্বাসিদ কারণ-উপলক্ষকে নয়; বরং শুধুমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। এমনিভাবে ইল্লাহ'র মাধ্যমে কোন বিধান হারাম তথা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ বুঝানোর প্রতি নির্দেশ করা হয়। তাক্বরীর ও তাহবীর গ্রন্থে বলা হয়েছে:

فأعلم أولا أن الشيء قد يحرم لذاته كالخمر والميتة، وأعني بقولي"لذاته" أن علة تحريمه وصف في ذاته وهو الإسكار والموت.

জেনে রাখা দরকার, কখনো কোন বিষয় তার নিজস্ব কারণে হারাম করা হয়, অর্থাৎ বিষয়টি মূলগত বিচারেই হারাম। যেমন: মদ পান করা, মৃত প্রাণী ভক্ষণ করা ইত্যাদি। সুতরাং উক্ত হারামের ইল্লাহ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বস্তুর নিজস্ব প্রকৃতি, আর এক্ষেত্রে তা হচ্ছে মাদকতা (الإسكار) এবং মৃত্যু (الموت) (Al-Hājj, 1/136)।

অপরাপর বিষয়ের তুলনায় আদেশ, নিষেধ ইত্যাদির সাথে ইল্লাহ'র সম্পর্ক অত্যধিক। এখান থেকে মাক্বাসিদ এবং ইল্লাহর মধ্যকার সম্পর্ক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোন বিষয়ের আদেশ, নিষেধ ইত্যাদির ইল্লাহ'র সার্বিক পর্যবেক্ষণ থেকেই উক্ত বিধানের মাক্বাসিদের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই ইমাম আশ-শাতিবী মাক্বাসিদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন:

الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي؛ فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في السفر. والسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة. فعلى الجملة، العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة لامظنتها كانت ظاهرة أو غير ظاهرة منضبطة أو غير منضبطة.

মাক্বাসিদ হচ্ছে আদেশ, নির্দেশ, বৈধতা ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট হিকমাত এবং কল্যাণ অর্জন; কিংবা নিষেধ, অবৈধতা ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট অকল্যাণ দূরীকরণ। যেমন: কষ্ট হচ্ছে ভ্রমণরত অবস্থায় নামায সংক্ষিপ্ত করা এবং রোযা ভঙ্গ করা বৈধ হবার ইল্লাহ, আর ভ্রমণ হচ্ছে উক্ত বৈধতার কারণ। মোটকথা, ইল্লাহ কল্যাণ অর্জন কিংবা অকল্যাণ দূরীকরণের ক্ষেত্র নয়; বরং ইল্লাহ'ই হচ্ছে সরাসরি কল্যাণ অর্জন কিংবা অকল্যাণ অপসারণ, হউক তা সুস্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট, অথবা সুনির্দিষ্ট কিংবা অনির্দিষ্ট (Al-Shātibī, N.D., 1/196)।



সুতরাং ইল্লাহ এবং মাক্বসাদ এর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। ইল্লাহ'র পরিধি মাক্বসাদ-এর পরিধির চেয়ে ব্যাপক। কারণ, তা সার্বিক এবং সামগ্রিক। হ্যাঁ, কখনো ইল্লাহ'র মাধ্যমে সরাসরি মাসলাহাহ (مصلحة) তথা কল্যাণ অর্জন কিংবা মাফসাদাহ (مفسدة) তথা অকল্যাণ বর্জন ইত্যাদি বুঝানো হয়ে থাকে। আর সেক্ষেত্রে ইল্লাহ মাক্বসাদ-এর সমার্থবোধক এবং উভয় এক ও অভিন্ন।

সারণি ০২: ইল্লাহ, হিকমাহ ও মাক্বসাদের মধ্যকার পার্থক্য

| মাক্বসাদ | হিকমাহ | ইল্লাহ | |
|---|---|---|---|
| মানুষের জন্য শরীয়াহ পরিপালন সহজ করা | কষ্ট লাঘব করা | ভ্রমণের সম্ভাব্য কষ্ট | ভ্রমণরত অবস্থায় নামায সংক্ষিপ্ত করা এবং রোযা ভঙ্গ করার বৈধতার বিধান |

সূত্র : (Sabrī, 2015, 12)

## ৪ মাক্বাসিদ এবং মাসালিহ

মাক্বাসিদ এবং মাসালিহ উভয়ের মাঝে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং উভয় এক ও অভিন্ন। মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ মূলত পাঁচটি মৌলিক মূলনীতির মাঝে আবর্তিত, যা হচ্ছে ধর্ম-বিশ্বাস, জীবন, সহায়-সম্পত্তি, মান-সম্মান এবং বিবেক-বুদ্ধির হেফাজত ও সংরক্ষণ করা। এ সকল মূলনীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাসালিহ (مصالح) তথা জনকল্যাণ অর্জন এবং মাফাসিদ (مفاسد) তথা অকল্যাণ অপসারণ। মাসলাহা'র পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম আল-গাযালী রহ. বলেন:

المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود الشارع من الخلق خمسة وهو: أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم... وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

শারীয়াহ প্রণেতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণ করা। সৃষ্টির প্রতি শারীয়াহ প্রণেতার পাঁচটি উদ্দেশ্য রয়েছে, আর তা হচ্ছে: তারা তাদের ধর্ম-বিশ্বাস, জীবন, বিবেক-বুদ্ধি, বংশের ধারাবাহিকতা এবং সহায়-সম্পত্তির সুরক্ষা ও হেফাজত করবে। যা কিছুই এ সকল মৌলিক বিষয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তা হচ্ছে মাফসাদাহ তথা অকল্যাণ, আর এ অকল্যাণ প্রতিহত করাই হচ্ছে মাসলাহা তথা কল্যাণ (Al-Ghazālī, 1/217)।

সুতরাং ইমাম আল-গাযালী রহ. মাসলাহা এবং মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহকে এক ও অভিন্ন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। উপরোক্ত পাঁচটি মৌলিক বিষয় হচ্ছে মাসালিহ-এর মূলভিত্তি, যা পালন কিংবা লঙ্ঘন করার সাথে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র পালন কিংবা লঙ্ঘন করা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এছাড়াও গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়ার বিবেচনায় মাক্বাসিদ ও মাসালিহ উভয় অত্যাবশ্যকীয় (ضروريات), প্রয়োজনীয় (حاجيات) এবং সৌন্দর্যবর্ধক (تحسينيات) এ তিনটি স্তরে সুবিন্যস্ত। উপরন্তু মাক্বাসিদ

ও মাসালিহ উভয় কতিপয় মূলনীতি যেমন: কষ্ট দূরীভূত করা (رفع الحرج), ক্ষতির অপসারণ (نفي الضرر), কর্মের শেষ পরিণতি বিবেচনা করা (مآلات الأفعال) ইত্যাদি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত (Al-Mazrū'ī, 6)।

**মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র ক্রমবিকাশ**

মূলত মানবতার সূচনালগ্ন থেকেই মাক্বাসিদের পদযাত্রা শুরু হয়। মাক্বাসিদ শুধুমাত্র সর্বশেষ শারীয়াহ তথা ইসলাম ধর্মের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং আল্লাহ তাআলা নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে যত শারীয়াহ প্রেরণ করেছেন, সবগুলোর সাথেই মাক্বাসিদ জড়িত। সকল শারীয়াহ প্রেরণের সাথে সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। এমনকি স্বয়ং সৃষ্টিকুলের সাথে জড়িয়ে আছে মাক্বাসিদ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾

আমি জিন ও মানব জাতি সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য (Al-Qur'ān, 51:56)।

নবী-রাসূল ও শারীয়াহ প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿رُسُلا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

আমি সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী হিসেবে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি দোষারোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে (Al-Qur'ān, 4:165)।

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا﴾

কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকে শাস্তি দান করি না (Al-Qur'ān, 17:15)।

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তার মাধ্যমে এ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর (Al-Qur'ān, 21:25)।

সুতরাং নবী-রাসূল ও শারীয়াহ প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্ব করার নির্দেশ দেয়া এবং আল্লাহর ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। মানব জীবনে রয়েছে ইবাদাতের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, হোক তা তাৎক্ষণিক কিংবা বিলম্বিত, এবং ইহকালীন কিংবা পরকালীন।



আদমের আ. ঘটনায় দেখা যায়, আল্লাহ তাআলা যখন আদম ও তার স্ত্রীকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন, তখন তাদেরকে দুনিয়ায় জীবন চলার জন্য কতিপয় মূলনীতি ও গাইডলাইন দিয়েছিলেন, যেখানে তাদের চলার পথের দিশা এবং এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইত্যাদি বলে দেয়া হয়েছিল। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই দুনিয়াতে চলে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়াত পৌঁছে, তবে যারা আমার সে হেদায়াত অনুসারে চলবে, তাদের কোন ভয় নেই, এবং (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না। আর যারা তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী; অনন্তকাল তারা সেখানে থাকবে (Al-Qur'ān, 2:38-39)।

এটিই হচ্ছে সহজ-সরল পথ, যা আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের চলার পথ হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং সাথে সাথে এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও বর্ণনা করে দিয়েছেন, যারা এ পথ অনুসরণ করবে তাদের নেই কোন ভয়, নেই কোন চিন্তা। সুতরাং ইবাদাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের নিরাপত্তা, সুখ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। আর যারা এর বিরোধিতা করবে, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম দয়াবশত যুগে যুগে বিভিন্ন নবী-রাসূল প্রেরণ করার মাধ্যমে মানুষকে এ সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। সাথে সাথে এ পথে চলার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও বর্ণনা করে দিয়েছেন, যার ফলাফল মূলত মানুষ নিজেরাই ভোগ করবে। আল্লাহ তাআলার এ সকল কিছুর কোন প্রয়োজন নেই, মানুষের ভাল কাজ তাঁর কোন উপকারে আসে না এবং তাদের মন্দ কাজ তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে না। সুতরাং যুগ পরিক্রমায় বিভিন্ন নবী-রাসূল প্রেরণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেয়া, মানুষের স্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং পরকালীন শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা করা।

নবী-রাসূলদের জীবনচরিত বিশ্লেষণে এ বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁদের দাওয়াত ছিল আল্লাহর সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'আদ জাতির প্রতি হুদের আ. দাওয়াতে দেখা যায়, তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন এবং শির্ক থেকে আল্লাহর নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার দাওয়াত দিয়েছেন। হুদ আ. তাদের বলেছেন:

﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ.﴾

হে আমার জাতি! তোমাদের পালনকর্তার নিকট তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন কর। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির ওপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন (Al-Qur'ān, 11:52)।

এটিই ছিল মূলত তাদের ইবাদাতের মাক্বাসিদ এবং অন্তর্নিহিত কল্যাণ, যার মাধ্যমে তাদেরকে ইবাদাত তথা এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহ্বান করা হয়েছিল।

শুয়াইব আ. তাঁর জাতির লোকদের বলেছিলেন:

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلا الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾

সাধ্যমত তোমাদের সংশোধন করা ব্যতিরেকে আমি তো আর কিছু চাই না (Al-Qur'ān, 11:88)।

আর সংশোধন করা একটি মহান কাজ, যা শুয়াইবের আ. দাওয়াতের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল।

এমনিভাবে দাওয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করে নূহ আ. তাঁর জাতির লোকদের বলেছিলেন:

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ﴾

অতঃপর আমি বলেছি: তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা বর্ষন করবেন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন (Al-Qur'ān, 71:10-12)।

সুতরাং নূহের আ. দাওয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল তাঁর জাতির লোকদের দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। বাস্তবিকই যারা নবী-রাসূলদের হেদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের দেখানো পথে চলবে এবং ভাল কাজ করবে, তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের নিশ্চয়তার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

যে সৎকর্ম করবে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং কাজের প্রতিদান হিসেবে সে যা প্রাপ্য তা থেকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করব (Al-Qur'ān, 16:97)।



ইমাম আশ্-শাতিবী রহ. বলেন:

ومجموع الضروريات خمسة: وهي حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة.

অতীব জরুরী বিষয় সর্বমোট পাঁচটি, আর তা হচ্ছে: ধর্ম, জীবন, বংশ, সম্পদ এবং বিবেক-বুদ্ধির হেফাজত ও সংরক্ষণ। প্রতিটি ধর্ম-বিশ্বাসে এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে (Al-Shātibī, 2/10)।

ইমাম আল-গাযালী রহ. বলেছেন:

وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق، ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر، والقتل، والزنا، والسرقة، وشرب المسكر.

সৃষ্টিকুলের কল্যাণ ও সংশোধনের নিমিত্তে প্রণীত কোন ধর্ম-বিশ্বাস বা জীবন বিধানের ব্যাপারে এরূপ ধারণা করা অসম্ভব যে, তাতে উপর্যুক্ত পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের ক্ষতিসাধন নিষিদ্ধ করা হয়নি এবং তা থেকে বারণ করা হয়নি। কাজেই ধর্মদ্রোহিতা, খুন, হত্যা, ব্যভিচার, চুরি, মদ পান ইত্যাদি নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কোন ধর্ম বা জীবন বিধানই দ্বিমত পোষণ করেনি (Al-Gazālī, 2/483)।

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে এগুলোই হচ্ছে মৌলিক মাকাসিদ। এ সকল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং বিভিন্ন শারীয়াত নাযিল করেছেন। সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামে এ সকল মাক্বাসিদের বাস্তবায়ন পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। কুরআন কারীমের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾

আমি আপনার প্রতি এমন সত্যগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী (Al-Qur'ān, 5:48)।

সার্বিকভাবে ইসলামী শারীয়াহ'র পরিচয় দিতে গিয়ে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ. ﴾

এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈমান কি? কিন্তু আমি একে করেছি নূর, যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন

করি। নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহর পথ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। শুনে রাখ, আল্লাহ তা'আলার কাছেই সব কিছু ফিরে যায় (Al-Qur'ān, 42:52-53)।

সুতরাং ইসলামী শারীয়াহ প্রেরণ করা হয়েছে একটি আলোকবর্তিকা হিসেবে, যা মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিবে এবং দুনিয়াতে শান্তি এবং আখিরাতে মুক্তির পথ প্রদর্শন করবে (Habīb, 2006, 70)।

বর্তমান সময়ে যারা মাক্বাসিদের ইতিহাস আলোচনা করেছেন, তারা একে নিকট অতীতের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। অনেকের মতে, ইমাম তিরমিযী [২০৯-২৭৯ হি.] রহ. প্রথম 'আস-সালাত ও মাক্বাসিদুহা' গ্রন্থের মাধ্যমে মাক্বাসিদের আলোচনার সূচনা করেন। এরপর কাজী আল-বাকিল্লানী [৩৩৮-৪০২ হি.], আল-মাতুরিদী [মৃ. ৩৩৩ হি.], আল-জুওয়াইনী, আল-গাযালী রহ. প্রমুখও মাক্বাসিদ নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর ইমাম আর-রাযী [৫৪৪-৬০৪ হি.] রহ. তার 'আল-মাহসূল' গ্রন্থে ইমাম জুওয়াইনী ও গাযালীর মাক্বাসিদ সংক্রান্ত আলোচনা একত্রিত করেন। অতঃপর আল-আমিদী রহ. 'তারজীহাত' অধ্যায়ে মাক্বাসিদের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করেন। এ পর্যায়ে মাক্বাসিদ নিয়ে আরো আলোচনা করেন ইবনুল হাজিব [৫৭০-৬৪৬], আল-বাইদাভী [মৃ. ৬৮৫ হি.], আল-ইছনাওয়ী [৭০৪-৭৭২ হি.] ও ইবনুছ ছুবকী [৭২৭-৭৭১ হি.] রহ. প্রমুখ। ইমাম আল-ইয্য ইবনে আবদুস সালাম রহ. মাকাসিদের ওপর রচনা করেছেন তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ক্বাওয়ায়িদুল আহকাম ফি মাসালিহ আল-আনাম'। এরপর তার শিষ্য আল-ক্বারাফী [৬২৬-৬৮৪ হি.] রহ. এ বিষয়ে কলম ধরেন। অতঃপর ইবনে তাইমিয়া ও তার সুযোগ্য শিষ্য ইবনুল কাইয়িম [৬৯১-৭৫১ হি.] রহ. ইসলামী বিধানের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, হিকমাত, কল্যাণ অর্জন এবং অকল্যাণ বর্জন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন (Al-Raysūnī, 26)।

কেউ কেউ বলেন: ইমাম আশ্-শাতিবী রহ. সর্বপ্রথম মাক্বাসিদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, মাক্বাসিদের মূলনীতি প্রদান করেছেন এবং মাক্বাসিদকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। সুতরাং মূলনীতি উদ্ভাবন ও প্রকারভেদ বিশ্লেষণ ইত্যাদির আলোকে তিনি ছিলেন মাক্বাসিদের গুরু। আবার অনেকে এর ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, মাক্বাসিদের আলোচনা মূলত সৃষ্টির শুরু থেকে কিংবা রাসূলুল্লাহ স. ও সাহাবীগণ থেকে শুরু হয়েছে। ইমাম আশ্-শাতিবী রহ. হয়ত মাক্বাসিদকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে সর্বপ্রথম এর বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেন (Habīb, 2006, 77)।

মূলত কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও বক্তব্যে মাক্বাসিদের আলোচনা দেখা যায়। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾



আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ কামনা করেন, এবং তোমাদের জন্য কষ্টকর কোন কিছু তিনি কামনা করেন না (Al-Qur'ān, 2:185)।

কুরআন কারীমের এ জাতীয় আয়াতগুলো শারীয়াহ'র মাক্বাসিদকে চিত্রায়িত করে। এ সকল আয়াতে 'রাফউল হারাজ' তথা কষ্ট লাঘবকরণ, সহজ বিষয় কামনা করা, কল্যাণ অর্জন ও ক্ষতি বর্জন এ সকল মাক্বাসিদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

রাসূলের স. সুন্নাহতেও মাক্বাসিদের আলোচনা স্থান পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

فإنما بعثتم ميسرين و لم تبعثوا معسرين

তোমাদের পাঠানো হয়েছে সহজ করার জন্য; কঠিন করার জন্য তোমাদের পাঠানো হয়নি (Al-Bukhārī, 216, 217, 5777)।

অপর এক হাদীসে তিনি বলেন:

إنما جعل الاستئذان من أجل البصر

অনাকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টি থেকে হেফাজতের জন্যই অপরের গৃহে বা কক্ষে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনার বিধান দেয়া হয়েছে (Al-Bukhārī 1987, 5887; Muslim ND, 5764)।

তিনি আরো বলেন:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের যাদের সামর্থ্য আছে বিবাহ করো; কারণ বিবাহ দৃষ্টিকে হেফাজত করে এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে (Muslim, 3464, 3466)।

সাহাবীদের মতামত এবং কাজেও মাক্বাসিদের সন্ধান পাওয়া যায়।

سئل ابن عباس عن الجمع بين الصلوات قال: أراد ألا يحرج أحدا من أمته

ইবনে আব্বাস রা. কে একাধিক নামায একসাথে পড়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: তিনি তার উম্মতের কোন সদস্যকে কষ্টের মধ্যে ফেলতে চাননি (Muslim, 1663)।

ধর্ম-বিশ্বাসের সুরক্ষার জন্য হারিয়ে যাওয়া কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকায় সাহাবীগণ কুরআন সংকলনের উপর সহমত পোষণ করেছেন। এমনিভাবে অপরের ধন-সম্পদ সুরক্ষার নিমিত্তে সাহাবীগণ নির্মাতা কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন (যদি যথাসময়ে কিংবা আদৌ পণ্য নির্মাণপূর্বক ডেলিভারি দিতে অপারগ হয়)। উপরন্তু দেখা যায়, সাহাবী কিংবা তাদের পরবর্তীগণ ইসলামী বিধানের অন্তর্নিহিত কারণ ও হিকমাত অনুসন্ধানপূর্বক বিদ্যমান বিধানের ওপর ক্বিয়াস করে এর সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য একটি বিষয়ে অনুরূপ বিধান প্রদান করেছেন।

এমনিভাবে প্রতিটি যুগের স্কলারগণ প্রদত্ত বিভিন্ন ইসলামী বিধান অনুসন্ধানে দেখা যায়, তারা সংশ্লিষ্ট বিধানের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও তাৎপর্য ইত্যাদিও

বিবেচনায় রাখতেন। কোন বিষয়ে সমাধান দেয়ার প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষ মাক্বাসিদকে তারা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন। সম্ভবত ক্বিয়াস ও মতামতের অধিক ব্যবহারের কারণে হানাফী মাযহাবের গ্রন্থাবলি এবং বিধি-বিধানে মাক্বাসিদের ব্যাপক চর্চা পরিলক্ষিত হয়।

এসব কিছুই ছিল উসূলে ফিক্হ স্বতন্ত্র শাস্ত্রে রূপ লাভ করার পূর্বের কথা। কিন্তু উসূলে ফিক্হ-এর ওপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার পর এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে মাক্বাসিদের আলোচনাও তাতে গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে মাক্বাসিদের ওপর আলোচনা, অধ্যয়ন, চিন্তা-গবেষণা শুরু হয়।

ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনী রহ. তার আল-বুরহান গ্রন্থের একাধিক স্থানে মাক্বাসিদ সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। তিনি মাক্বাসিদের কতিপয় মূলনীতি ও প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করেছেন। মাক্বাসিদকে তিনি অতি জরুরী, প্রয়োজনীয় ও সৌন্দর্যবর্ধক এ তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন (Al-Juwaynī, 2:79)। এ ছাড়াও তিনি কতিপয় মূলনীতি দিয়েছেন, যেমন: প্রত্যক্ষ ক্বিয়াস পরিত্যাজ্য হবে যদি তা এমন কোন মৌলিক নীতির সাথে সাংঘর্ষিক হয়, যা কোন জরুরী ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, সমান সমান না হওয়ার কারণে যদি ক্বিসাসের বিধান পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, তাহলে এ ক্ষেত্রে সমান সমান হওয়ার বিধান পরিত্যাগ করতে হবে এবং ক্বিসাস কায়েম করতে হবে। যেমন: একজনকে হত্যার অপরাধে ক্বিসাসস্বরূপ একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করা (Al-Juwaynī, 2/80-81)। এছাড়াও তিনি কতিপয় বিধি-বিধানের, যেমন ইবাদাত, ক্বিসাস, হুদূদ, তাযীর, ক্রয়-বিক্রয়, ইজারাদান ইত্যাদির মাক্বাসিদ আলোচনা করেছেন (Al-Juwaynī, 2/93)।

ইমাম আল-জুওয়াইনী রহ. মাক্বাসিদের জ্ঞান অর্জনকে দীনের গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেন:

ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة.

যে ইসলামী শারীয়াহ'র আদেশ-নিষেধ ইত্যাদির মাক্বাসিদ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত নয়, সে মূলত ইসলামী শারীয়াহ প্রণয়ন সংক্রান্ত গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী নয়।

এর উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন:

من اعتبر أن التكبير في الصلاة ليس له مقصد وإنما هو أمر اتفاقي، فقد نادى على نفسه بالجهل بمقاصد الشريعة وقضايا مقاصد المخاطبين فيما يؤمرون به وينهون عنه.



যে ব্যক্তি মনে করে নামাযে তাকবীর বলার ক্ষেত্রে শরীয়াতের কোন মাক্বসাদ নেই; বরং এটি একটি আদেশ মাত্র, সে মূলত মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ এবং ইসলামের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতার জানান দিল (Al-Juwaynī, 2:94)।

ইমাম আল-জুওয়াইনীর পর তার শিষ্য ইমাম আল-গাযালী রহ. মাক্বাসিদের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। মাক্বাসিদের ব্যাপারে তার লিখনি ছিল আরো সুস্পষ্ট এবং তাৎপর্যপূর্ণ। মানব সমাজের কল্যাণ সাধন এবং এর রক্ষণাবেক্ষণকে তিনি ইসলামী শারীয়াহ'র উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গুরুত্ব ও তাৎপর্যের আলোকে তিনি জনকল্যাণকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন, তা হচ্ছে জরুরী, প্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত বা সৌন্দর্যবর্ধক বিষয়াদি। এ ছাড়া প্রতিটি স্তরের কতিপয় বিষয় উল্লেখ করেছেন, যা সংশ্লিষ্ট স্তরের পরিপূর্ণতা দানকারী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সুতরাং ইমাম আল-জুওয়াইনী যা উল্লেখ করেছেন তার সাথে তিনি যা সংযুক্ত করেছেন তা হচ্ছে পরিপূর্ণতা দানকারী বিষয়াদি। এছাড়াও তিনি উপরোক্ত তিনটি স্তরের অনেক উদাহরণ আলোচনা করেছেন।

ইমাম আল-গাযালী রহ. পাঁচটি মৌলিক ও জরুরী বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং এগুলোর সংরক্ষণই ইসলামী বিধি-বিধানের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। উপরন্তু যে সকল বিধানের মাধ্যমে এগুলো সংরক্ষণ করা যাবে তিনি তাও আলোচনা করেছেন। তিনি মৌলিক ও জরুরী মাক্বাসিদকে পাঁচটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন, যা ইতঃপূর্বে তার শাইখ করেননি (Al-Ghazālī, 2/481-485)।

ইমাম আল-গাযালী রহ. মাক্বাসিদ জানা ও চেনার উপায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع

মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে জানা ও বুঝা যাবে (Al-Ghazālī, 2/502)।

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর মাধ্যমে মাক্বাসিদ প্রমাণিত ও সাব্যস্ত করা যাবে (Al-Ghazālī, 2/503)।

ইমাম আল-গাযালী রহ. মাক্বাসিদ সম্পর্কিত কতিপয় মূলনীতি আলোচনা করেছেন। যেমন:

أن كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ورفعها مصلحة

যে কোন বিষয় যা উপর্যুক্ত পাঁচটি মৌলিক বিষয় সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেয়, তা-ই হচ্ছে মাসলাহাহ বা কল্যাণ। আর প্রত্যেক ঐ বিষয় যা উপর্যুক্ত পাঁচটি মৌলিক বিষয় বিনাশ করে, তা-ই হচ্ছে মাফসাদাহ বা ক্ষতি এবং তা দূরীভূত করা হচ্ছে মাসলাহাহ (Al-Ghazālī, 2/482)।

حفظ الأصول الخمسة واقع في رتبة الضروريات، فهي أقوى مراتب المصالح

উক্ত পাঁচটি মৌলিক বিষয় সংরক্ষণ করা জরুরিয়্যাতের পর্যায়ভুক্ত এবং এটি সর্বোচ্চ স্তরের মাসলাহাহ (Al-Ghazālī, 2/482)।

إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع رفع أشد الضررين وأعظم الشرين

যখন দু'টি মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয় পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে, তখন অপেক্ষাকৃত স্বল্প ক্ষতি ও মন্দত্ব মেনে নিয়ে বেশি ক্ষতি ও মন্দত্ব রোধ করাই হচ্ছে শারীয়াহ'র বিধি-বিধানের উদ্দেশ্য (Al-Ghazālī, 2/496)।

এছাড়াও ইমাম আল-গাযালী রহ. বর্ণিত অপর একটি মূলনীতি হচ্ছে:

مخالفة مقصود الشرع حرام

মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র সাথে সাংঘর্ষিক ও বিরোধপূর্ণ অবস্থান নেয়া হারাম (Al-Ghazālī, 2/504)।

ইমাম আল-গাযালীর পরে মাক্বাসিদের আলোচনা করেছেন ইমাম আর-রাযী রহ.। তিনিও আল-গাযালীর অনুরূপ আলোচনা করেছেন (Al-Rājī, 1400H, 2/220)। তবে তিনি 'তাহসীনীয়াত' তথা সৌন্দর্যবর্ধক বিষয়াদি দু'ভাবে বিভক্ত করেছেন। এগুলোর কতিপয় যা কোন গ্রহণযোগ্য মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক এবং কতিপয় যা গ্রহণযোগ্য কোন মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয় (Al-Rājī, 1400H, 2/222)। এরপর তিনি 'একাধিক ক্বিয়াসের মধ্যকার তুলনামূলক আলোচনা'কে মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন (Al-Rājī, 1400H, 2/216), অর্থাৎ মাক্বাসিদের আলোকে একাধিক ক্বিয়াসের মধ্য তুলনামূলক বিশ্লেষণপূর্বক একটি ক্বিয়াসকে অপর ক্বিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। এছাড়াও তিনি কোন্ প্রকার মাসালিহ তথা জনকল্যাণ বিবেচিত হবে এবং কোন্ প্রকার বিবেচিত হবে না এ সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন (Al-Rājī, 1400H, 3/222)।

এরপর এসেছেন ইমাম আল-আমিদী রহ.। তিনিও ইমাম আল-গাযালীর অনুরূপ আলোচনা করেছেন। তিনিও মাক্বাসিদকে তারজীহ বা বিরোধপূর্ণ বিষয়ে প্রাধান্য দেয়ার মাপকাঠি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং অন্যান্য মাপকাঠির মাঝে এর স্থান বিন্যাস করেছেন।

এরপর এসেছেন উসূলের ক্ষেত্রে ইমাম আল-আমিদীর শিষ্য সুলতানুল উলামা আল-ইয্য ইবনে আবদুস সালাম রহ.। তিনি মাক্বাসিদের আলোচনায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। তিনি মাসালিহ নিয়ে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম দিয়েছেন "ক্বাওয়াদিল আহকাম ফি মাসালিহ আল-আনাম" অর্থাৎ ইসলামী বিধি-বিধানের মূলনীতিসমূহ মূলত সৃষ্টিকুলের কল্যাণেই নিবেদিত। উক্ত গ্রন্থে তিনি মাসালিহ এবং মাফাসিদের সত্যিকার তাৎপর্য, প্রকারভেদ, শ্রেণীবিন্যাস, মাসালিহের মাঝে



তুলনামূলক আলোচনা, মাসালিহ এবং মাফাসিদের মাঝে অগ্রাধিকার দেয়া, মাফাসিদের মাঝে তুলনামূলক আলোচনা এবং একটি অপরটির ওপর অগ্রাধিকার দেয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত গ্রন্থে যদিও তিনি মাসালিহ সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন, এটিই মূলত মাক্বাসিদ। তিনি মাসালিহ ও মাক্বাসিদ সমানভাবে ব্যবহার করেছেন। কখনো মাসালিহ দ্বারা মাক্বাসিদ, আবার কখনো মাক্বাসিদ দ্বারা মাসালিহ উদ্দেশ্য করেছেন ('Abd al-Salām, 2000, 1/10, 43)। প্রকৃত অর্থে দু'টি এক ও অভিন্ন। অবশ্যই এতে কোন দ্বিমত নেই যে, মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র সাথে মাসালিহ'র সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ইমাম আল-গাযালীও মাসালিহ'র সংরক্ষণকে শারীয়াহ'র অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত করেছেন এবং মাক্বাসিদ সংক্রান্ত আলোচনায় তিনি মূলত মাসালিহ মুরসালাহ'র (সাধারণ জনকল্যাণ) আলোচনা করেছেন (Al-Ghazālī, 2/482)। ইমাম আশ্-শাতিবীও মাক্বাসিদের আলোচনায় মাসালিহ সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন (Al-Yūbī, 1998, 56)।

ইমাম আল-ইয্য ইবনে আবদুস সালাম রহ. রচিত গ্রন্থে মাক্বাসিদ আল-মুকাল্লাফিন অর্থাৎ ইসলামের বিধি-বিধান পালনে বান্দাহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি মাক্বাসিদের উপায়-উপকরণ, পদ্ধতি ও বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ('Abd al-Salām, 2000, 1/93-96)।

এরপর ইমাম আল-ক্বারাফী রহ. তার 'আল-ফুরূক' গ্রন্থে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র কতিপয় মূলনীতি আলোচনা করেছেন, যেমন: মাক্বাসিদের মূলনীতি (قاعدة المقاصد), ওসায়িলের মূলনীতি (قاعدة الوسائل) ইত্যাদি, যেখানে মূলত তিনি তার উস্তাদ আল-ইয্য ইবনে আবদুস সালামকে অনুসরণ করেছেন (Al-Qarāfī, 2:32)।

এরপর শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহ. মাক্বাসিদের ওপর কলম ধরেছেন। তিনি তার রচনায় মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র আলোচনা ও তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করেছেন। ইসলামী বিধি-বিধানের অন্তর্নিহিত হিকমাত, সৌন্দর্য্য ও মাক্বাসিদের জ্ঞান অর্জনকে তিনি ইসলামী শারীয়াহ'তে পাণ্ডিত্য অর্জনের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করেছেন (Ibn Taymiyyah, 1398H, 11/354)। মাক্বাসিদ সম্পর্কিত অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন, যেমন: কৌশল অবলম্বন (الحيل), খারাপ কাজের পথ বন্ধ করা (سد الذرائع), বিধি-বিধানের অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান (تعليل الأحكام) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ইমাম ইবনু তাইমিয়ার পদাংক অনুসরণ করে তার শিষ্য ইবনুল কাইয়িম রহ. অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ইসলামী শারীয়াহ'র অন্তর্নিহিত কারণ, হিকমাত ও মাক্বাসিদ ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। ইসলামী বিধি-বিধানের অন্তর্নিহিত কারণ ও হিকমাত অনুসন্ধান

করার উপায়-উপকরণ, পদ্ধতি ও মূলনীতি ইত্যাদির ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি "শিফাউল আলীল ফি মাসায়িল আল-কাযা ওয়াল ক্বাদার ওয়াল হিকমাহ ওয়াত তা'লীল" নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি বলেন:

> ومن أعجب العجب أن تسمح نفس بإنكار الحكم والعلل الغائبة والمصالح التي تضمنتها هذه الشريعة الكاملة التي هي من أدل الدلائل على صدق ما جاء بها، وأنه رسول الله حقا، ولو لم يأت بمعجزة سواها لكانت كافية شافية، فإنه ما تضمنته من الحكم والمصالح والغايات الحميدة والعواقب السديدة شاهدة بأن الذي شرعها وأنزلها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين.
>
> এটি অতি আশ্চর্য জনক বিষয়, কেউ এই পরিপূর্ণ শারীয়াহ'র অন্তর্নিহিত কারণ, হিকমাত, মাসালিহ ইত্যাদি অস্বীকার করতে পারে, যা এই শারীয়াহ'র অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং রাসূল স. যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার সত্যতার অন্যতম দলিল। নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর রাসূল। যদি তিনি এ শারীয়াহ ব্যতীত অন্য কোন মুজিযা নাও নিয়ে আসতেন, তবুও তাঁর সত্যতার জন্য এ শারীয়াহ'ই যথেষ্ট হতো। এ শারীয়াহ'র যে অন্তর্নিহিত হিকমাত, তাৎপর্য, মাসালিহ, মাক্বাসিদ ও সঠিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে, তাই প্রমাণ বহন করে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রণীত এবং মহাবিচারক ও পরম দয়ালু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই এই শারীয়াহ অবতীর্ণ করেছেন (Ibn Qayyim, 414)।

উপরন্তু তার শাইখ ইবনু তাইমিয়া রহ. যে সকল বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যেমন: তালীল, সাদ্দয্-যারায়ি' ইত্যাদি, তিনি আরো বিস্তারিতভাবে সে সকল বিষয় বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়াও মানব কল্যাণের নিশ্চয়তার লক্ষ্যে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে ফতোয়া যে পরিবর্তন হতে পারে, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইসলামী বিধান পালনে মানুষের সুপ্ত বিভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বিষয়েও তিনি কলম ধরেছেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়িমের সমসাময়িক সময়ে অপর যে ব্যক্তি মাক্বাসিদ নিয়ে আলোচনা করেছেন, লিখেছেন এবং গুরুত্বারোপ করেছেন তিনি হচ্ছেন ইমাম আত-তুফী রহ.। ইমাম আত-তুফী মাসালিহ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন, এবং তার ব্যাপারে যে মতামত দেয়া হয়ে থাকে, তিনি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'র ওপর মাসালিহ'কে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম আত-তুফী 'শারহু মুখতাসার আর-রাওদাহ' (شرح مختصر الروضة) গ্রন্থে জরুরিয়্যাত এর বিধান এবং মৌলিক পাঁচটি মাক্বাসিদসহ মাসালিহ সংশ্লিষ্ট আরো অনেক বিধি-বিধান আলোচনা করেছেন। তাঁর রচিত অপর যে গ্রন্থটি মাক্বাসিদ সংশ্লিষ্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয় তা হচ্ছে 'কুদওয়াহ আল-মুহতাদীন ইলা মাক্বাসিদ আদ-দীন' (قدوة المهتدين إلى مقاصد الدين), যদিও অনেকে এ



ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে বলে থাকেন, এটি আসলে মাক্বাসিদ শারীয়াহ সংশ্লিষ্ট কোন গ্রন্থ নয়, বরং এখানে আক্বীদা-বিশ্বাস, ঈমান, ইসলাম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে (Al-Yūbī 1998, 67)।

এরপর মাক্বাসিদ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন ইমাম আশ্-শাতিবী রহ.। মাক্বাসিদকে একটি স্বতন্ত্র বিষয়ে রূপ দিতে, এর মূলনীতি, প্রকারভেদ ও বিধি-বিধান প্রণয়নে ইমাম আশ্-শাতিবীর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল-মুওয়াফাকাত" এর একটি অংশে স্বতন্ত্রভাবে তিনি মাক্বাসিদের আলোচনা করেছেন। ইতঃপূর্বে মাক্বাসিদ অন্যান্য স্কলারদের বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছিল। ক্বিয়াস, মাসলাহা প্রভৃতি অধ্যায় আলোচনার প্রাক্কালে প্রাসঙ্গিক হিসেবে মাক্বাসিদের আলোচনা করা হতো। হয়তবা উসূলে ফিক্হ যারা গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করতো তারা ব্যতিরেকে অন্য কেউ মাক্বাসিদ উপলব্ধি করতে সক্ষম হতো না। যখন ইমাম আশ্-শাতিবী মাক্বাসিদকে একটি স্বতন্ত্র বিষয়ে রূপ দিয়েছেন, তখন যারা উসূলে ফিক্হ অধ্যয়ন করে এবং যারা করে না সবাই মাক্বাসিদ সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ নিতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্যই অনেকে মনে করেন, ইমাম আশ্-শাতিবীই সর্বপ্রথম মাক্বাসিদ নিয়ে কথা বলেছেন। বাস্তবে কিন্তু তা নয়, তার পূর্বেও মাক্বাসিদ একাধিক স্তর অতিক্রম করেছে। তবে তিনি মাক্বাসিদ সংক্রান্ত অনেক জটিলতা সহজ করেছেন, অনেক সংক্ষিপ্ত বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন এবং মাক্বাসিদকে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করেছেন। সাথে সাথে কিছু বিষয় সংযোজনও করেছেন। নিঃসন্দেহে এ ক্ষেত্রে তিনি তার পূর্বেকার স্কলারদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। বিশেষ করে মালিকী মাযহাবের অনুসারী হওয়ার কারণে তিনি উক্ত মাযহাবের কতিপয় মূলনীতি যেমন: সাদ্দুয্-যারায়ি', মাসালিহ মুরসালাহ ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

ইমাম আশ্-শাতিবী মাক্বাসিদকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এক: যা আল্লাহ তাআলা শারীয়াহ অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য করেছেন। দুই: যা মানুষ শারীয়াহ পালন করার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য করে থাকে। এছাড়াও তিনি মাক্বাসিদ সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান কতিপয় বিষয় আরো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এবং কতিপয় সংযোজন করেছেন। তিনি এটা সংযুক্ত করেছেন যে, শারীয়াহ প্রণয়নে আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে তা মানুষের নিকট বোধগম্য করে তোলা। উপরন্তু তিনি মানুষের কাজ-কর্মের সাথে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র সংশ্লিষ্টতা, মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ জানা ও বুঝার উপায় এবং পদ্ধতি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়াও তিনি উসূলে ফিক্হ'র অনেক বিষয়ের সাথে মাকাসিদের সংশ্লিষ্টতা জুড়ে দিয়েছেন। তাই তিনি মাক্বাসিদ সংক্রান্ত আলোচনা শুধুমাত্র 'মুওয়াফাক্বাত' গ্রন্থের নির্ধারিত স্থানে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং 'আল-ই'তিসাম'সহ আরো অনেক গ্রন্থে তা আলোচনা করেছেন (Habīb 2006, 85-86)।

এরপর শাইখ তাহির ইবনে 'আশূর মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেখানে তিনি মাক্বাসিদকে সাধারণ ও বিশেষ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। সাধারণ মাক্বাসিদের ক্ষেত্রে তিনি শারীয়াহ'র মৌলিক ও সর্বজনীন মাক্বাসিদগুলো উল্লেখ করেছেন। বিশেষ মাক্বাসিদের ক্ষেত্রে ফিক্হ'র কতিপয় অধ্যায় সংশ্লিষ্ট মাক্বাসিদ, যেমন: বিবাহের মাক্বাসিদ, আর্থিক লেনদেনের মাক্বাসিদ ইত্যাদি আলোচনা করেছেন (Ibn 'Āshūr, 174-175)।

এটি ছিল যুগ পরিক্রমায় মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশ। অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র উপরও ব্যাপক আকারে গ্রন্থ রচিত হয়নি, যতক্ষণ না এটি জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। অবশ্যই ইতঃপূর্বে মাক্বাসিদের উপর আলোচনা ছিল; কিন্তু তা স্বতন্ত্রভাবে ছিল না, বরং উসূলে ফিক্হ'র একটি অংশ হিসেবে তা আলোচনা করা হয়েছে। স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে পরিচিতি লাভের পর মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র উপর বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং অদ্যাবধি রচিত হচ্ছে।

সারণি ০৩: মাক্বাসিদের সারকথা (লেখক)।

| | |
|---|---|
| মাক্বাসিদের মর্মকথা | ধর্ম-বিশ্বাসের সংরক্ষণ (حفظ الدين)<br>জীবনের নিরাপত্তা (حفظ النفس)<br>মান-সম্মানের হেফাজত (حفظ العرض)<br>বিবেক-বুদ্ধির সুরক্ষা (حفظ العقل)<br>সহায়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ (حفظ المال) |
| মাক্বাসিদের স্তর | অত্যাবশ্যকীয় (ضروريات)<br>প্রয়োজনীয় (حاجيات)<br>সৌন্দর্যবর্ধক (تحسينيات) |

**সূত্র : নিজস্ব চিত্রায়ন**

## মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র গুরুত্ব

ইসলামী আইনের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের নিকট এটি সুস্পষ্ট যে, মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ উসূলে ফিক্হ'র একটি অংশ; বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইবনু 'আশূর মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'কে উসূলে ফিক্হ-এর মূল অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তার দৃষ্টিতে উসূলে ফিক্হ'র বাকী বিষয়গুলো থেকে ফিক্হী দলিল-প্রমাণের সংযোজন পদ্ধতি কিংবা মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র মূলনীতি চয়ন ও সংকলন করা হয় (Ibn 'Āshūr, 8)। সুতরাং মাক্বাসিদ উসূলে ফিক্হ'র একটি অংশ। তাই দেখা যায়, প্রাচীন ও বর্তমান সময়ে যারা মাক্বাসিদ নিয়ে কলম ধরেছেন, তারা কখনো উসূলে ফিক্হ'র একটি অধ্যায় হিসেবে এর আলোচনা করেছেন, আবার কখনো এর উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন।



উক্ত ভূমিকা থেকে বুঝা যায়, মাক্বাসিদ অধ্যয়ন ও জানার গুরুত্ব সরাসরি উসূলে ফিক্হ জানা এবং অধ্যয়নের সাথে সম্পৃক্ত। যেমনিভাবে উসূলে ফিক্হ জানা এবং এতে দক্ষ হওয়া ব্যতীত শারীয়াহ'র বিভিন্ন উৎস থেকে বিধান নির্ণয় করা এবং নতুন কোন বিষয়ে শারীয়াহ'র সমাধান দেয়া সম্ভব নয়, তেমনিভাবে মাক্বাসিদের জ্ঞানের অভাবেও তা সম্ভবপর নয়। ইসলামী আইনের সামগ্রিক কিংবা বিশেষ মাক্বাসিদের উপর পূর্ণ জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন বিষয়ে বিশুদ্ধ ও সঠিকভাবে ইসলামের সমাধান প্রদান করা সম্ভব নয়। তাই ইমাম আশ্-শাতিবী রহ. বলেন:

فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسئلة من مسائل الشريعة، وفي كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب في تنزيله منزلة الخليفة للنبي- صلى الله عليه وسلم- في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله.

যখন কেউ এমন পর্যায়ে উন্নীত হবে, যেখানে সে প্রতিটি অধ্যায়ে এবং প্রতিটি বিষয়ে শারীয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য বুঝতে ও অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, তখনি কেবল সে শারীয়াহ'র শিক্ষা প্রদান, ফতোয়া দেয়া এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে রাসূলের স. প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা লাভ করবে (Al-Shātibī, 4/106)।

অপর এক স্থানে তিনি বলেন:

وأكثر ما تكون- أي زلة العالم- عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه.

অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্কলারগণ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন, যখন তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাক্বাসিদ বিবেচনায় উদাসীনতা প্রদর্শন করেন (Al-Shātibī, 4/170)।

তাই ইমাম আশ্-শাতিবী রহ. এ বিষয়ে সিদ্ধান্তমূলক মতামত দিয়ে বলেন:

أن من لم يعرف مقاصد الكتاب والسنة لم يحل له أن يتكلم فيهما

যে ব্যক্তি কুরআন এবং সুন্নাহর মাক্বাসিদ সম্পর্কে অবগত নয়, তার জন্য এ দু'টির ব্যাপারে বক্তব্য দেয়া বৈধ হবে না (Al-Shātibī, 3/31)।

ইমাম আশ্-শাতিবীর উক্ত বক্তব্য থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, ইজতিহাদ তথা ইসলামী আইনের গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকের অবশ্যই মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে, বিশেষ করে গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাক্বাসিদের ব্যাপারে দক্ষ হতে হবে।

শাফিয়ী মাযহাবের আইন প্রণয়নের উৎস বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম আল-জুওয়াইনী বলেন: ইমাম শাফিয়ী [১৫০-২০৪ হি.] রহ. সর্বপ্রথমে কুরআন কারীমে দৃষ্টিপাত করেন, এরপর খবরে মুতাওয়াতির তথা একাধিক ব্যক্তি বর্ণিত অকাট্য হাদীস, অতঃপর আহাদ হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। যদি এগুলোর মধ্যে সমাধান খুঁজে না পান, তাহলে তিনি ক্বিয়াস তথা যুক্তির আশ্রয় না নিয়ে ইসলামী শারীয়াহ'র সার্বিক

মূলনীতি এবং সর্বজনীন মাক্বাসিদের প্রতি মনোনিবেশ করেন। যদি সংশ্লিষ্ট ঘটনার মাকাসিদের আলোকে কোন সিদ্বান্তে পৌঁছতে না পারেন, তাহলে তিনি ইজমা তথা পূর্ববর্তী মুজতাহিদ স্কলারদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের আশ্রয় নিতেন। যদি সেখানেও সমাধান না পেতেনে, তাহলে ক্বিয়াস তথা যুক্তির আশ্রয় নিতেন (Al-Juwaynī, 2.178)। ইমাম আল-জুওয়াইনীর উপরোক্ত বক্তব্য অনুযায়ী ইমাম শাফিয়ী রহ. ইসলামী শারীয়াহ'র সর্বজনীন মূলনীতি ও মাক্বাসিদকে ইজমা'র পূর্বে স্থান দিয়েছেন। যদিও উক্ত বক্তব্যটি প্রশ্নসাপেক্ষ; কারণ মাক্বাসিদ শারীয়াহ'র সাথে সাংঘর্ষিক কোন বিষয়ের উপর মুজতাহিদগণের ঐকমত্য অনেকটা অসম্ভব। উপরন্তু ইমাম শাফিয়ী রহ. রচিত 'আর-রিসালাহ' অধ্যয়নে দেখা যায়, তিনি ইজমা'কে মাক্বাসিদের পূর্বে স্থান দিয়েছেন। সর্বোপরি ইমাম আল-জুওয়াইনীর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইজতিহাদ ও ইসতিমবাত তথা কোন বিষয়ে শারীয়াহ'র বিধান উদঘাটনের ক্ষেত্রে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর।

কিন্তু মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র অধ্যয়ন কি শুধুমাত্র ফকীহ ও মুজতাহিদের জন্য প্রয়োজন, না অন্যান্য সকল ব্যক্তির জন্যও তা জানা ও বুঝা প্রয়োজন? এ প্রসঙ্গে ইবনু 'আশূর বলেন:

> ليس كل مكلف بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة لأن معرفة مقاصد الشريعة نوع دقيق من أنواع العلم، فحق العامي أن يتلقى الشريعة بدون معرفة المقصد، لأن لايحسن ضبطه ولاتنزيله، ثم يتوسع للناس في تعريفهم المقاصد بمقدار ازدياد حظهم من العلوم الشرعية، لئلا يضعوا ما يلقنون من المقاصد في غير مواضعه، فيعود بعكس المراد، وحق العالم فهم المقاصد...
>
> প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ অধ্যয়ন করা এবং এর জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক নয়। মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ জ্ঞানের একটি সূক্ষ্ম বিষয়, তাই সকলের পক্ষে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর নাও হতে পারে। ইসলামী শারীয়াহ'র ব্যাপারে অজ্ঞ কিংবা স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি মাক্বাসিদ অধ্যয়ন করে তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ভুল করার সমূহ সম্ভাবনা থাকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা বিপরীত ফলাফল বয়ে আনে। শুধুমাত্র ইসলামী আইনের গবেষক এবং এ ব্যাপারে দক্ষ ব্যক্তিবর্গই মাক্বাসিদ শারীয়াহ অধ্যয়ন করে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে সক্ষম (Ibn 'Āshūr, 188)।

মূলত উপর্যুক্ত বক্তব্যটি সঠিক নয়। মুফতী, মুজতাহিদ, গবেষক, ছাত্র, সাধারণ মানুষ সকলের জন্য মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র জ্ঞান প্রয়োজনীয়। এ ক্ষেত্রে সবাই স্বীয় যোগ্যতা ও মর্যাদা অনুযায়ী তা প্রয়োগ করবে। একজন সাধারণ ব্যক্তিও শারীয়াহ বুঝার ক্ষেত্রে মাক্বাসিদের জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারে। একজন গবেষক



মাক্বাসিদের জ্ঞানের মাধ্যমে গবেষণাকর্মকে আরো বেশি বেগবান ও বাস্তবসম্মত করে তুলতে পারে। একজন মুফতী মাক্বাসিদের আলোকে ফতোয়া প্রদান করবে। সুতরাং মাক্বাসিদের জ্ঞান সকলের জন্য প্রয়োজনীয় এবং এ ক্ষেত্রে সবাই নিজ অবস্থানের আলোকে তা প্রয়োগ করবে এবং নিজের মর্যাদা কিংবা সীমা অতিক্রম করবে না। শুধুমাত্র যারা যোগ্য তারাই মাক্বাসিদের আলোকে ইজতিহাদ করবে এবং ফতোয়া প্রদান করবে। ইজতিহাদ ও ইফতা'র ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মাক্বাসিদের জ্ঞান যথেষ্ট নয়; বরং আরো অনেক বিষয়ের জ্ঞান দরকার হয়, যা একজন সাধারণ বা স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয় (Habīb 2006, 91)।

যেহেতু মাক্বাসিদের জ্ঞান সকলের জন্য প্রয়োজন, তাই কোন্ পর্যায়ে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র জ্ঞান কিভাবে প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

**মুজতাহিদ, বিচারক ও শাসকের জন্য মাক্বাসিদের জ্ঞানের গুরুত্ব**

ইসলামী শারীয়াহ'র দলিল-প্রমাণ ও বিধি-বিধানের সাথে মাক্বাসিদ শারীয়াহ গভীরভাবে সম্পৃক্ত, আর একজন মুজতাহিদ ও ফকীহ'র কাজ হচ্ছে দলিল-প্রমাণ ও বিধি-বিধানের গবেষণা করা, তাই মুজতাহিদ ও ফকীহ'র জন্য মাক্বাসিদের জ্ঞান থাকা, মাক্বাসিদ জানা ও বুঝতে পারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন নতুন বিষয়ে ইসলামের বিধান উদঘাটন করতে মুজতাহিদের জন্য মাক্বাসিদের জ্ঞান অতীব প্রয়োজনীয় ও কার্যকর।

ইসলামী আইনের সকল উৎস থেকে বিধান উদঘাটন করতে মাক্বাসিদের জ্ঞান আবশ্যক। কুরআন কারীম, সুন্নাহ, ইজমা, ক্বিয়াস থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল উৎস থেকে যথাযথভাবে সঠিক বিধান আহরণ করতে মাক্বাসিদের জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। ইসলামী আইনের টেক্সটসমূহ এবং এর ব্যাখ্যা জানতে ও বুঝতে এবং এর সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে মাক্বাসিদ অতীব কার্যকর। কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন শব্দ বা বাক্যের একাধিক অর্থ, নানাবিধ তাৎপর্য এবং বিভিন্ন ইঙ্গিত থাকতে পারে। কোন্ অর্থটি কোথায় প্রযোজ্য হবে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র জ্ঞান তা নির্ধারণ করে দিবে।

এছাড়া মুজতাহিদ যদি কোন বিষয়ে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর কোন নির্দেশনা না পায়, সে ক্ষেত্রে সে ক্বিয়াস কিংবা অন্যান্য দলিল-প্রমাণের শরণাপন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র জ্ঞান তাকে দলিল-প্রমাণের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করবে। সাধারণত এ ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ক্বিয়াসের দিকে ধাবিত হয়। ক্বিয়াস করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোন বিধান থেকে ইল্লাত তথা অন্তর্নিহিত কারণ ও রহস্য উদঘাটন করতে হয়। আর এ ক্ষেত্রে ইল্লাত অবশ্যই মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। উদঘাটিত এ ইল্লাতের আলোকে নতুন বিষয়ের জন্য পরবর্তীতে যে বিধান প্রণয়ন করা হবে তাও অবশ্যই মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না।

এমনিভাবে মুজতাহিদের নিকট বাহ্যিকভাবে কোন দলিল-প্রমাণ সাংঘর্ষিক মনে হলে, মাক্বাসিদের আলোকে সে উভয় দলিলের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হবে। এছাড়া কোন বিষয়ে শারীয়াহ'র কোন দলিল, এমনকি ক্বিয়াসও, যদি না পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে মাক্বাসিদের জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু ক্বিয়াস থেকে এটি উত্তম, কারণ ক্বিয়াসের ক্ষেত্রে একটি আংশিক বিষয়ের সাথে অপর একটি আংশিক বিষয়ের তুলনা করা হয়, কিন্তু মাক্বাসিদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরীয়াহ'র এরূপ মৌলিক ও সর্বজনীন মূলনীতির আলোকে সমাধান দেয়া হয়, যা অকাট্য কিংবা এর নিকটতর। তাই অনেক স্কলার সার্বিক জনকল্যাণ বিবেচনায় সমাধান প্রদান করাকে একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং যে সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ কোন বিধান বা দলিল পাওয়া যায় না, সে সব ক্ষেত্রে সার্বিক জনকল্যাণ বিবেচনায় ইসলামী বিধান প্রণয়ন করতে বলেন। ইসলামী শারীয়াহ পুরোটাই মানব কল্যাণে রচিত, তাই যেখানে জনকল্যাণ ও জনস্বার্থ বজায় থাকবে, সে আলোকেই শারীয়াহ'র বিধান প্রণয়ন করতে হবে। আর এর মাধ্যমে ইসলামী শারীয়াহ কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সকল বিষয়ের সমাধান প্রদানে সক্ষম হবে (Ibn ʻĀshūr, 185-187; al-Zuhaylī, 311)।

এমনিভাবে একজন ফকীহ কিংবা মুফতীর জন্যও মাক্বাসিদের জ্ঞান আবশ্যক। ফতোয়া দেয়ার ক্ষেত্রেও মাক্বাসিদ-এর প্রতি লক্ষ্য রাখা অতীব জরুরী। একজন মুফতী ফতোয়া প্রদানের মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর নুসূসকে (টেক্সট) বাস্তবে প্রয়োগ করে থাকেন। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই, ক্ষেত্রবিশেষে স্থান, কাল ও পাত্রের পরিবর্তনে ফতোয়ার মধ্যেও পরিবর্তন আসতে পারে। এসব কিছুই অবশ্যই মাক্বাসিদের আলোকে হতে হবে। মুফতীকে অবশ্যই পরিস্থিতি অবলোকন করতে হবে এবং কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ মতামত যথার্থ হবে তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হতে হবে। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর নিকট জিজ্ঞেস করল: কেউ যদি ইচ্ছে করে কোন মুমিনকে হত্যা করে তার কি তাওবা করার সুযোগ আছে? তিনি উত্তর দিলেন: তার কোন তাওবা নেই, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। প্রশ্নকারী লোকটি চলে যাওয়ার পর উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল: আপনি কি আমাদের এরূপ ফতোয়া দিয়েছেন? তিনি বললেন: তোমাদের ক্ষেত্রে আমি ফতোয়া দিয়েছিলাম, যে হত্যা করবে তার তাওবাও কবুল হবে। তখন ইবনে আব্বাস বললেন: আমার মনে হয়েছে লোকটি রাগান্বিত এবং সে কোন মুমিনকে হত্যা করতে চায়। তখন সবাই অনুসন্ধান করে প্রশ্নকারী লোকটির অবস্থা তা-ই পেল, যেমনটি ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন (Ibn Abī Shaybah, 9:362)।[১]

[১] عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا تَوْبَةٌ ؟ قَالَ : لاَ ، إِلاَّ النَّارُ ، فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ لَهُ جُلَسَاؤُهُ : مَا هَكَذَا كُنْتَ تُفْتِينَا ، كُنْتَ تُفْتِينَا أَنَّ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا تَوْبَةٌ مَقْبُولَةٌ ، فَمَا بَالُ الْيَوْمِ ؟ قَالَ : إِنِّي أَحْسِبُهُ رَجُلاً مُغْضَبًا يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا ، قَالَ : فَبَعَثُوا فِي أَثَرِهِ فَوَجَدُوهُ كَذَلِكَ.



এ ঘটনায় আমরা দেখি, যদিও হত্যাকারীর জন্যও তাওবা করার সুযোগ রয়েছে, তবুও ইবনে আব্বাস রা. যখন বুঝতে পারলেন, এ লোকটির উদ্দেশ্য ভিন্ন, তাওবা করার সুযোগ নিয়ে সে একজন মুমিনকে হত্যা করতে চায়, তিনি তার জন্য তাওবা করার সুযোগ বন্ধ করে দিলেন। এর মাধ্যমে তিনি তাওবা করার মাকাসিদ বাস্ত বায়ন করলেন। তাওবা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, হত্যা বন্ধ করা এবং এর থেকে দূরে থাকা। তাই তিনি এ ক্ষেত্রে তাওবা নাই- এমনটি ফতোয়া দিলেন, যাতে এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মাক্বাসিদ অর্জন হয়, তথা লোকটি হত্যা করা বন্ধ করে এবং তা থেকে বিরত থাকে (Jaghīm, 49)।

অনুরূপভাবে বিচারকের জন্যও মাক্বাসিদের জ্ঞান আবশ্যক। বিচারিক কার্যক্রম, বিচার পদ্ধতি, রায় প্রদান ইত্যাদি অবশ্যই মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র আলোকে হতে হবে। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বিচারের রায়ে ভিন্নতা আসতে পারে, মাক্বাসিদের আলোকে তা নির্ধারণ করতে হবে। সুবিচার নিশ্চিত করা, আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও মাক্বাসিদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

একইভাবে শাসকের জন্যও মাক্বাসিদের জ্ঞান অতীব প্রয়োজনীয়। ইসলামী স্কলারগণ সবাই একমত যে, শাসকের যাবতীয় কার্যক্রম অবশ্যই জনগণের কল্যাণ সাধনের নিশ্চয়তার ওপর নির্ভরশীল। শাসকের যাবতীয় সিদ্ধান্ত হয় মানব সমাজের কল্যাণ বয়ে আনবে কিংবা সমাজ থেকে অকল্যাণকে দূরীভূত করবে। যদি এর ব্যতিক্রম হয় তাহলে সে সিদ্ধান্ত অবশ্যই পুনর্বিবেচনা করতে হবে। সুতরাং মাক্বাসিদের জ্ঞান শাসককে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করবে এবং ভুল বা অনুচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে দূরে রাখবে (Al-Zuhaylī, 312)।

সুতরাং মুজতাহিদ, বিচারক ও শাসক সকলের জন্য মাক্বাসিদের জ্ঞান অতীব প্রয়োজনীয়। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ইসলামী স্কলার কিংবা ইসলামী আইনের গবেষক সবাই মাক্বাসিদের জ্ঞান লাভ করা এবং তা বুঝা ও উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সমপর্যায়ের হবে না। স্বীয় সাধনা ও প্রচেষ্টা এবং আল্লাহ প্রদত্ত মেধা ও যোগ্যতার কারণে তাদের অনুধাবন ক্ষমতা ও উপলব্ধির মাত্রা অবশ্যই ভিন্ন পর্যায়ের হবে (Habīb 2006, 95)।

### ইসলামী শরীয়াহ'র শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মাক্বাসিদের জ্ঞানের গুরুত্ব

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামী শরীয়াহ'র শিক্ষার্থী, যারা এখনো মুজতাহিদ স্কলারদের পর্যায়ে পৌঁছেনি, তাদের জন্য মাক্বাসিদের জ্ঞান খুবই প্রয়োজনীয়। অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি তাদের উচিত মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'রও জ্ঞানার্জন করা। মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র জ্ঞানার্জন শিক্ষার্থীর সামনে ইসলামী শারীয়াহ'র একটি সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটিয়ে তোলে। যার ফলে সে প্রতিটি বিষয়ের প্রকৃত তাত্ত্বিক

তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবে এবং জ্ঞানের কোন্ বিষয়টি শারীয়াহ'র অন্তর্ভুক্ত, যেমন: উসূলে ফিক্হ এবং কোন্টি অন্তর্ভুক্ত নয়, যেমন: তর্কশাস্ত্র, তা পার্থক্য করতে সক্ষম হবে। প্রতিটি বিষয়, যা মানবসমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করে, হোক ইহকালীন বা পরকালীন, তা ইসলামী শারীয়াহ'র অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিটি মুসলিম থেকে এর বাস্তবায়ন কাম্য। অপরদিকে প্রতিটি বিষয় যা সমাজে ক্ষতি, বিশৃঙ্খলা এবং কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা ইসলামী শারীয়াহ'র অন্তর্ভুক্ত নয়। উপরন্তু তা থেকে বিরত থাকা এবং তা বর্জন করা আবশ্যক করা হয়েছে (Al-Zuhaylī, 309)।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন:

> فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسئلة خرجت من العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل.
>
> মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের নিশ্চয়তা প্রদানে ইসলামী শারীয়াহ'র বিধি-বিধান প্রণীত। ইসলামী শারীয়াহ'র বিধি-বিধানের পুরোটাই আদল-ইনসাফের মাপকাঠি, পুরোটাই মানব জাতির জন্য রহমত, পুরোটাই মানব কল্যাণে নিবেদিত এবং পুরোটাই প্রজ্ঞাপূর্ণ। সুতরাং যদি কোন বিধান ইনসাফের পরিবর্তে অবিচার প্রতিষ্ঠা করে, রহমতের পরিবর্তে নিষ্ঠুরতার দিকে আহবান করে, কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ বয়ে আনে, প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজের পরিবর্তে অনর্থক ব্যস্ততায় লিপ্ত করে, তাহলে উক্ত বিধান অবশ্যই ইসলামী শারীয়াহ'র অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে তা ইসলামী শারীয়াহ'র অন্তর্ভুক্ত করা হয় (Ibn Qayyim, 3/5)।

মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ অধ্যয়ন করার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী বিধি-বিধান প্রণয়নে ইসলামের মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবে, যা বাস্তবায়নের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আসমানী গ্রন্থ পাঠানো হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীর বিশ্বাসের পাল্লা আরো ভারী হবে, ইসলামী শরীয়াহ'র প্রতি তার ভালবাসা, দায়িত্বানুভূতি, মানসিক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি এটি ইসলামের ওপর তার অবস্থানকে আরো শাক্তিশালী করবে। সে তার ধর্ম-বিশ্বাস এবং জীবন-বিধান ইসলামকে নিয়ে গর্ব করতে শিখবে। সুতরাং এ সকল কিছুর মাধ্যমে মাক্বাসিদ শারীয়াহ'র অধ্যয়ন শিক্ষার্থীর মধ্যে ইসলামী শরীয়াহ অধ্যয়ন এবং ইসলামী বিধানের অন্তর্নিহিত মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানার অধিক আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হবে (Al-Zuhaylī, 309)।

উপরন্তু মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র একজন শিক্ষার্থী যদিও ইজতিহাদ করার পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম না হয়, তবুও এর মাধ্যমে সে ফকীহদের বিভিন্ন মতামতের মধ্যে



তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং স্থান, কাল ও পাত্রভেদে উপযুক্ত সমাধান প্রদান করতে সক্ষম হবে। মাক্বাসিদের জ্ঞান এ ক্ষেত্রে সঠিক ও উপযুক্ত মতটি বাছাই করতে তাকে সহযোগিতা করবে, যা ইসলামী শারীয়াহ'র মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, মানব সমাজের কল্যাণ বয়ে আনবে এবং অকল্যাণ ও ক্ষতিকর বিষয় দূর করবে (Al-Raysūnī, 330)।

**দায়ী ইলাল্লাহ ও সংস্কারকদের ক্ষেত্রে মাক্বাসিদের জ্ঞানের গুরুত্ব**

সমাজের দায়ী ও সংস্কারকদের জন্যও মাক্বাসিদের জ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণত মৌলিক বিধান হচ্ছে, যারা মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করবে এবং সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করবে তাদের অবশ্যই ইসলামী শরীয়াহ'র জ্ঞান থাকতে হবে। তাদের অবশ্যই জ্ঞানী, ফকীহ ও অভিজ্ঞ হতে হবে। মুজতাহিদের পর্যায়ে না হলেও তাদের অবশ্যই শিক্ষার্থীর পর্যায়ে কিংবা ন্যূনতম জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। এ ক্ষেত্রে মাক্বাসিদের জ্ঞান তাদের অতীব জরুরী। মাক্বাসিদের জ্ঞানের মাধ্যমে তারা তাদের করণীয়, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে পারবে। নবী-রাসূল কিংবা আসমানী কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারবে, আর সে লক্ষ্যেই আত্মনিয়োগ করতে পারবে। মাক্বাসিদের জ্ঞানের মাধ্যমে তারা স্থান, কাল ও পাত্রভেদে করণীয় ঠিক করে নিতে পারবে, যা সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাবতীয় অকল্যাণ দূরীভূত করবে। মাক্বাসিদের জ্ঞান কর্মক্ষেত্রে তাদেরকে আরো জ্ঞানী, বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, আত্মপ্রত্যয়ী ও নিবেদিত করে তুলবে। ইসলামী শরীয়াহ'র মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অবগতি তাদের বিশ্বাসের ভিতকে আরো মজবুত করবে, সঠিক কর্মকৌশল নির্ধারণে সহযোগিতা করবে এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত করবে (Al-Zuhaylī, 310)।

**অন্যান্য মুসলিমের জন্য মাক্বাসিদের জ্ঞানের গুরুত্ব**

সাধারণ মুসলিমরা নিজেদের মাঝে অনেক ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি লালন করে থাকে এবং সময়ে সময়ে তার বহিঃপ্রকাশও ঘটে থাকে। তাই দেখা যায়, অনেক সময় বিভিন্ন ইস্যুতে তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে দেখা যায়, ইসলামী শারীয়াহ'র মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে তারা তাদের যথাযথ করণীয় নির্ধারণে সঠিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে না। মাক্বাসিদের জ্ঞান তাদেরকে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করবে। কোন্ কর্মকৌশলের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে ইসলামের কল্যাণ হবে, সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে এবং মানবতার কল্যাণ হবে, মাক্বাসিদের জ্ঞানের মাধ্যমে তারা তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

উপরন্তু, ইসলামের মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জ্ঞান মুসলিমের অন্তরকে প্রশস্ত করার পাশাপাশি তার চিন্তার দিগন্তও উন্মোচন করবে। মাক্বাসিদের জ্ঞান একজন মুসলিমকে আধুনিক সকল মতবাদ মোকাবিলা করার শক্তি যোগাবে। এর মাধ্যমে

তার নিকট অন্য মতবাদের ভুল-ভ্রান্তি, আত্মপ্রবঞ্চনা, প্রতারণা, বাহ্যিক চাকচিক্য ইত্যাদি সুস্পষ্ট হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী বিধানের সৌন্দর্য্য, গভীরতা, জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠায় এর গুরুত্ব ইত্যাদি প্রতিভাত হয়ে ওঠে (Al-Zuhaylī, 312)।

**সাধারণ মানুষের জন্য মাক্বাসিদের জ্ঞানের গুরুত্ব**

সাধারণত স্থান, কাল ও পাত্র নির্বিশেষে সর্বক্ষেত্রে নিজের স্বার্থ অন্বেষণে মানুষ সর্বদা ব্যস্ত থাকে। নিজের জন্য যা কল্যাণকর তা অর্জন করতে এবং যা ক্ষতিকর তা থেকে দূরে থাকতে মানুষ সর্বদা সচেষ্ট থাকে। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজের সর্বোচ্চ ত্যাগ করতেও মানুষ দ্বিধাবোধ করে না। এমনকি টার্গেট অর্জনে ব্যর্থ হলে আত্মহত্যা করে নিজের জীবন নিঃশেষ করে দিতেও মানুষ কুণ্ঠাবোধ করে না। তথাকথিত উন্নত বিশ্বে এ ধরনের আত্মহত্যার সংখ্যা অনেক বেশি দেখা যায়।

মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মানুষ ইসলামী শরীয়াহ'র মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানতে, বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। তারা আরো বুঝতে পারবে, ইসলামী বিধি-বিধান তাদের যাবতীয় কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং যাবতীয় অকল্যাণ দূরীভূত করার নিশ্চয়তা দেয়। মাকাসিদের জ্ঞান মানুষকে আরো উপলব্ধি করতে শিখায়, ইসলামী বিধি-বিধান মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে, দুর্ভাগ্য থেকে সৌভাগ্য এবং দুঃখ থেকে সুখের পথ নির্দেশ করে থাকে। তাই দেখা যায়, ইসলামের মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার মাধ্যমে বিশাল সংখ্যক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে (Habīb, 103)।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হলো, মুজতাহিদ, বিচারক, শাসক, দায়ী, সংস্কারক, শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষ তথা সর্বস্তরের মুসলিমের জন্য মাক্বাসিদের জ্ঞান অতীব জরুরী। শুধু মুসলিম নয়; বরং অমুসলিমদের জন্যও মাক্বাসিদের জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চাচা আবু তালিবের গৃহে রাসূলুল্লাহ স. যখন ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তখন তিনি আরব জাতির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন:

> كلمة واحدة تعطينيها تملكون بها العرب، وتدين لكم العجم"، فقال أبو جهل: نعم وأبيك وعشر كلمات، فقال: "تقولون لا إله إلا الله، وتخلعون ما تعبدون من دونه.
>
> এটি (ইসলাম) এমন একটি বাণী, যা আমাকে দেয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে তোমরা আরবদের শাসন করবে এবং অনারবরা তোমাদের আনুগত্য করবে। তখন আবু জাহ্ল বলল: হ্যাঁ, আপনি এরূপ একটি নয়; বরং দশটি বাণীর কথা বলুন। তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন: "তোমরা ঘোষণা দাও, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহ ব্যতিরেকে তোমরা যার উপাসনা করছো তা পরিত্যাগ করো " (Ibn Hishām, 2:417)।



**উপসংহার**

ইসলামী আইনে ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা অর্জনের জন্য মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ'র জ্ঞান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী আইনে গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে মাক্বাসিদ আশ্-শারীয়াহ একটি অন্যতম প্রয়োজনীয় মৌলিক জ্ঞান হিসেবে বিবেচিত। 'নাওয়াযিল' তথা সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে শারীয়াহ'র বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বাণীর অনুপস্থিতিতে মাক্বাসিদের জ্ঞান কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ইমাম আল-জুওয়াইনী রহ. যথার্থই বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামী শারীয়াহ'র আদেশ-নিষেধ ইত্যাদির মাক্বাসিদ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত নয়, সে মূলত ইসলামী শারীয়াহ'র বিধি-বিধান প্রণয়নের ব্যাপারে গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী নয়। উপরন্তু ইমাম আশ্-শাতিবী রহ. সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি কুরআন এবং সুন্নাহর মাক্বাসিদ সম্পর্কে অবগত নয়, তার জন্য এ দু'টি ব্যাপারে বক্তব্য দেয়া বৈধ হবে না। এ কারণে ইমাম আল-গাযালী, আল-জুওয়াইনী ও আশ-শাতিবী রহ. প্রমুখ থেকে মাক্বাসিদের যে চর্চা ও গ্রন্থ রচনা শুরু হয়েছে তা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর বরেণ্য ইসলামী স্কলারগণও মাক্বাসিদ চর্চায় নিয়োজিত রয়েছেন এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনার কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী আইন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মাক্বাসিদ একটি আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কোর্স হিসেবে অধ্যয়ন করা হচ্ছে।

**তথ্যসূত্র**

Al-Qur'ān

Al-Āmidī, Sayf al-Dīn. 2003. *al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām*. Riyadh: Dār al-Samī'ī.

Al-Bukhārī, Muhammad Ibn Ismā'īl. 1987. *Sahīh al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Dihlawī, Shāh Walī Allāh. 2004. *Hujjat Allāh al-Bālighah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Al-Fāsī, 'Allāl. N.D. *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*. Casablanca: Maktabat al-Wahdah al-'Arabiyyah.

Al-Fayyūmī. 1922. *al-Misbāh al-Munīr*. Egypt: al-Matba'ah al-Amīriyyah.

Al-Ghazālī (a), Abū Hāmid. N.D. *al-Mankhūl*, commentary of Muhammad Hasan Haytū, Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Ghazālī (b), Abū Hāmid. N.D. *al-Mustasfā*, commentary of Hamzah ibn Zuhayr. N.P.

Al-Ghazālī (c), Abū Hāmid. N.D. *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, publication: Muhammad 'Alī Sabīh.

Al-Hajj, Ibn Amīr. N.D. *al-Taqrīr wa al-Tahbīr*. Egypt: al-Amīriyyah.

Al-Juwaynī, Imām al-Haramayn. N.D. *al-Burhān*, commentary of Salāh Muhammad 'Awidah, N.P. 'Abbās al-Bāz.

Al-Mazrū'ī, Hamdān Muslim. N.D. *Maqāsid al-Sharī'ah: Dirāsah Mustalahiyyah*. Egypt: al-Majlis al-A'lā li al-Shu'ūn al-Islāmiyyah.

*Al-Mu'jam al-Wasīt*. N.D. Egypt: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah.

Al-Naysābūrī, Muslim Ibn al-Hajjāj. N.D. *Sahīh Muslim*. Beirut: Dār al-Jīl.

Al-'Ālim, Yūsuf Hāmid. 1994. *al- Maqāsid al-'Āmmah li al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Riyadh: al-Dār al-'Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī.

Al-Raysūnī, Ahmad. N.D. *Nazariyyat al-Maqāsid 'inda al-Imām al-Shātibī*, Riaydh: al-Dār al-'Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī

Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. 1308AH. *Mafātīh al-Ghayb*. Egypt: al-Matba'ah al-Khayriyyah.

Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. 1400AH. *al-Mahsūl fī 'Ilm Usūl al-Fiqh*. Riyadh: Imam Muhammad Ibn Su'ūd University.

Al-Shātibī, Abū Ishāq. 1997. *al-Muwāfaqāt*. commentary of Abū 'Ubaydah. Saudi Arabiyah: Dār Ibn 'Anān.

Al-Shātibī, Abū Ishāq. N.D. *al-Muwāfaqāt*. commentary of 'Abd Allāh Darāz, Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Al-Tabarī, Ibn Jarīr. 1329AH. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. N.P.

Al-Yūbī, Muhammad Sa'ad. 1998. *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Shar'iyyah.* Riyadh: Dār al-Hijrah.

Al-Zanjānī, Mahmūd. N.D. *Tahdhīb al-Sihāh*. Egypt: Dār al-Ma'ārif .

Al-Zuhaylī, Muhammad Mustafā. N.D. "Maqāsid al-Sharī'ah", *Majallat Kulliyyat al-Sharī'ah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah*, Umm al-Qurā University .



Al-Zuhaylī, Wahbah. N.D. *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damascus: Dār al-Fikr.

Habīb, Muhammad Bakr Ismā'īl. 2006. *Maqāsid al-Sharī'ah Ta'sīlan wa Taf'īlan*. Rābitat al-'Ālam al-Islāmī: Idārat al-Da'wah wa al-Ta'līm, vol. 213.

Ibn al-Athīr, Majd al-Dīn. N.D. *al-Nihāyah Fī Gharīb al-Hadīth*. N.P. 'Īsā al-Halabī

Ibn Hanbal, Ahmad. N.D. *Musnad*. Beirut: Dār Sādir.

Ibn Hishām. N.D. *al-Sīrah al-Nabawiyyah*. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah.

Ibn Manjūr, Jamāl al-Dīn Muammad Ibn Makram. N.D. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār sādir

Ibn 'Abd al-Salām, al-'Izz. 2000. *Qawā'id al-Ahkām fī Masālih al-Anām*. Damascus: Dār al-Qalam.

Ibn 'Āshūr, Muhammad al-Tāhir. N.D. *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Tunisia: al-Sharikah al-Tunisiyyah.

Ibn Qayyim (a). N.D. *I'lām al-Muwaqqi'īn*. commentary of 'Abd al-Rahmān al-Wakīl. Cairo: Maktabat Ibn Taymiyyah.

Ibn Qayyim (b). N.D. *Miftāh Dār al-Sa'ādah*. Egypt: Matba'at al-Imām bi al-Qil'ah.

Ibn Qayyim (c). N.D. *Shifā' al-'Alīl*. Cairo: Dār al-Turāth.

Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn 'Abd al-Halīm. 1398H. *Majmū' al-Fatāwā*, N.P.

Jaghīm, Nu'mān. N.D. *Turuq al-Kashf 'an Maqāsid al-Shāri'*. Jordan: Dār al-Nafā'is.

'Atiyyah, Jamāl. N.D. *Nahwa Taf'īl Maqāsd al-Sharī'ah*. Syria: Dār al-Fikr.

Sabrī, Mas'ūd. 2015. *Bidāyat al-Qāsid ilā 'Ilm al-Maqāsid*. N.P.

Sānū, Qutub Mustafā. 2000. *Mu'jam Mustalahāt Usūl al-Fiqh*. Damascus: Dār al-Fikr.